ডিআর কঙ্গোতে ৯০০ মানুষের মৃত্যুর পর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা

সারে-জমিন

চাষের জন্য মিলছে না পর্যাপ্ত জল, বিক্ষোভ বিডিও অফিসে

রূপসী বাংলা

ভারতে আদালতের কাঠগড়ায় মুসলমানদের স্থাপনা

সম্পাদকীয়

স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় বিক্ষোভ

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২২ মাঘ ১৪৩১
৬ শাবান ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

অভিষেকের মধ্যে শেহবাগ ও রিচার্ডসের ছায়া দেখছেন হরভজন

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 35 ■ Daily APONZONE ■ 5 February 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আজ দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন

আপনজন ডেস্ক: আজ কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দিল্লি বিদানসভার ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট শুরু হচ্ছে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ।

দিল্লিতে ১,৫৬,১৪,০০০ নিবন্ধিত ভোটার রয়েছে, যার মধ্যে ৮৩,৭৬,১৭৩ জন পুরুষ, ৭২,৩৬,৫৬০ জন মহিলা এবং ১,২৬৭ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে ১৮-১৯ বছর বয়সি ২,৩৯,৯০৫ জন প্রথমবার ভোটার, ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ১,০৯,৩৬৮ জন প্রবীণ ভোটার এবং ৭৯,৮৮৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। নির্বাচনের জন্য প্রায় ৯৭,৯৫৫ জন কর্মী এবং ৮,৭১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ২২০ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের (সিএপিএফ), ১৯ হাজার হোমগার্ড এবং ৩৫,৬২৬ জন দিল্লি পুলিশ কর্মী। অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য, ৭০ টি ভোটকেন্দ্র একচেটিয়াভাবে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং আরও ৭০ টি সম্পূর্ণরূপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এছাড়া তরুণদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে ৭০টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে রিয়েল-টাইম ভিড়ের স্তর পর্যবেক্ষণ করতে গুগল প্লে স্টোরে উপলব্ধ একটি এআই-ভিত্তিক কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন “দিল্লি নির্বাচন - ২০২৫ কিউএমএস” ব্যবহার করতে পারেন। জরুরী অবস্থার জন্য মেডিকেল টিম সাইটে থাকবে এবং ছোট বাচ্চাদের সাথে পিতামাতার জন্য একটি ক্রেশ সুবিধা উপলব্ধ থাকবে। এছাড়াও, রঙিন কোডেড ভোটকেন্দ্র এবং একটি হেল্পলাইন নম্বর (১৯৫০) ভোটারদের তাদের নির্ধারিত বুথ সনাক্ত করতে এবং নির্বাচন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান করতে সহায়তা করবে।

ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (এএপি) তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে চাইছে, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে কোনও প্রয়াস ছাড়ছে না। আর কংগ্রেস আপের সঙ্গে জোট না করায় এবার বিরোধী ভোট ভাগের সম্ভাবনা রয়েছে। তার ফায়দা তুলতে পারে বিজেপি।

৪০টিরও বেশি দেশ অংশ নিচ্ছে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের (বিজিবিএস) একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেন, যে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য দু’দিনের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে কমপক্ষে ২০০ জন বিদেশি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন।

তিনি জানান, ‘ভুটানের প্রধানমন্ত্রীও সম্ভবত বিজনেস সামিটে অংশ নেবেন যেমনটি তিনি গত অক্টোবরে নিশ্চিত করেছিলেন, তবে আমি ঠিক জানি না কী ঘটেছে তবে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কিছু সমস্যা রয়েছে, এখন তিনি আসবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। মুকেশ আম্বানি এবং বাকিরা যারা প্রতি বছর উপস্থিত থাকবেন তারা আসবেন। ৪০টিরও বেশি দেশ এই বিজনেস সামিটে অংশ নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা পৌঁছে গিয়েছেন। সূত্রের খবর, আম্বানি ছাড়াও জিন্দাল গ্রুপ, ললিত সুরি হসপিটালিটি গ্রুপ এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন পরিদর্শন করতে পারেন।

রাজ্য সচিবালয় নবান্ন সূত্রে খবর, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মমতা সব দফতরের আমলাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে। নবান্ন সূত্র জানায়, বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে নির্দিষ্ট কোনো খাতকে তুলে ধরা হবে না, তবে বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খাত নিয়ে আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সব সড়ক ও ফ্লাইওভারে নতুন রঙের স্তর দেওয়া হয় এবং বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের ফ্লেক্স ও পোস্টার দেখা যায়। সম্মেলন স্থলে লাল গালিচা বিছানো হবে, বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে ২০২৫-এর জন্য বিশ্বের জন্য তার দরজা খুলবে বুধবার।

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে তৃণমূলের অফিসিয়াল এক্স-এ লেখা হয়েছে, ২০ জন রাষ্ট্রদূত এবং হাই কমিশনার সহ ৪০ টি দেশের ৫,০০০ এরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর আগে তাদের আসা শুরু হয়ে গেছে। ভারতের প্রথম সারির শিল্পপতিরা তাদের চেম্বার, সিআইআই, এফআইসিসিআই, আইসিসি দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বাংলার সীমাহীন সম্ভাবনার সন্ধানে একত্রিত হচ্ছেন।

ডিটেনশন সেন্টার নিয়ে অসম সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: ‘আপনারা কোনও শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন ?’ মঙ্গলবার ঠিক এভাবেই সুপ্রিম কোর্টের তীব্র ভৎর্সনার মুখে পড়ল অসম সরকার। বিদেশি ঘোষিত ব্যক্তিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক কেন্দ্রে রাখার এবং তাদের মুক্তি না-দেওয়ার জন্য হিমন্ত-সরকারকে তুলোধনা করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্র জানিয়েছে, বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং উজ্জ্বল ভূঁইয়ার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, অসম সরকার তথ্য গোপন করছে। শুনানিতে বেঞ্চ জানিয়েছে, একবার আটক ব্যক্তিদের বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত করা হলে, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত । অসম সরকারকে বেঞ্চ বলে, ‘আপনারা মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছেন কারণ তাদের ঠিকানা জানা নেই । কেন এটি আমাদের উদ্বেগের বিষয় হবে ? আপনি কি কোনও মুহূর্তের (শুভ সময়ের) জন্য অপেক্ষা করছেন ?’’

উত্তরে অসম সরকার জানায়, আটক বিদেশিদের ঠিকানা অজানা থাকায় তারা জাতীয়তা যাচাই ফর্ম বিদেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছে না ।

পালটা সুপ্রিম কোর্ট বলে, ‘একবার কোনও ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করলে, আপনাকে পরবর্তী যৌক্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে । আপনি তাদের অনন্তকাল ধরে আটকে রাখতে পারবেন না । সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে আছে। অসমে অনেক বিদেশি আটক কেন্দ্র রয়েছে। আপনি কতজনকে ছেড়েছেন ?’

এদিনের শুনানিতে শীর্ষ আদালত অসম সরকারকে ৬৩ জন ঘোষিত বিদেশি নাগরিককে (যাদের পরিচয় জানা) মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে দু’সপ্তাহের মধ্যে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশনামায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ‘‘আমরা রাজ্যকে এই আদেশে সম্মতি জানিয়ে একটি যথাযথ হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দিচ্ছি । যদি রাজ্য সরকার দেখতে পায় যে জাতীয়তা যাচাইকরণ ফর্ম দু’মাস আগে পাঠানো হয়েছে, তাহলে রাজ্য অবিলম্বে বিদেশ মন্ত্রককে একটি স্মারক জারি করবে । মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই স্মারক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা যাচাইকরণের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

শুনানিতে অসমের মুখ্য সচিব ডঃ রবি কোটাকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বেঞ্চ মুখ্যসচিবকে বলে, ‘‘ঠিকানা ছাড়াই আপনি তাদের মুক্তি দিতে পারেন । আপনি তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। আপনি তাদের দেশের রাজধানীতে নির্বাসন দেন । ধরুন ব্যক্তিটি পাকিস্তানের, আপনি পাকিস্তানের রাজধানী শহর জানেন ? আপনি কীভাবে তাদের এখানে আটকে রাখতে পারেন এই বলে যে তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা-পরিচয় জানা নেই ?’’

শুধু তাই নয়, বিদেশিদের আটক রেখে দেশের কোষাগার থেকে প্রচুর খরচ হচ্ছে। তা নিয়ে সরকার কেন কিছু ভাবছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বেঞ্চকে অসম সরকারের আইনজীবী কলিন গঞ্জালভেস বলেন, ‘বাংলাদেশ আটক ব্যক্তিদের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে । ভারত বলেছে তারা ভারতীয় নয়। বাংলাদেশ বলেছে তারা বাংলাদেশি নয় । ফলে তারা কার্যত রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছে । আটক কেন্দ্রে তারা ১০বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক রয়েছে । বাংলাদেশ বলেছে যে তারা বহু বছর ধরে ভারতে বসবাসকারী কাউকে গ্রহণ করবে না।’’

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে।

প্রথম নজর

সোনারপুরে বেআইনি কল সেন্টারের হদিস

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুর থানা এলাকার সার্দান বাইপাসের একটি অভিজাত আবাসনে এবার বেআইনি কল সেন্টারের হদিস। ১০ কোটি টাকার উপর প্রতারণার অভিযোগ।এই ঘটনায় গ্রেফতার ৩ যুবক।উদ্ধার ৫টি ল্যাপটপ,৫টি মোবাইল,২টি রাউটার,৭টি হেডফোন সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংস্থা ও একাধিক ব্যাঙ্কের জাল লোগো। একটি অডি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ধৃত তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।নির্দিষ্ট সোর্স মারফত খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা সার্দান বাইপাসের এই অভিজাত আবাসনে সোমবার সন্ধ্যায় তল্লাশি চালায়।আবাসনের ৫ নম্বর ব্লকের ১১ তলার ১১০৩ নম্বর ফ্ল্যাটে চলছিল এই বেআইনি কল সেন্টার।মুলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ হ্যাক করে তথ্য পাচারের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার নামে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ।সফটওয়ার হ্যাক করে তাদের কাছে ফোন কল করা হত ও ওটিপি পাঠানো হত।আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুর্ব যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা জয় হালদার (২৫) সহ নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা তন্ময় মন্ডল (২৫) ও সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা শুভজিত বিশ্বাস (২৯) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জয় এই চক্রের মুল পাণ্ডা বলে জানা গিয়েছে। তার অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকা।

ইলামবাজার থানা উদ্ধার করল গাঁজা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার পুলিশ মঙ্গলবার সকালে বানেরপুকুর ডাঙায় নাকা তল্লাশির সময় একটি গাড়ির ডিকি থেকে ৭টি প্যাকেটে মোড়ানো আনুমানিক ১১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এই অবৈধ মাদক চোরাচালানের সাথে যুক্ত দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই ঘটনায় সক্রিয় ভাবে তদন্ত করছে ইসলামবাজ থানার পুলিশ।

শহরে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুলিশ আরো সতর্ক হচ্ছে: সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শহরে পরপর বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে। মহিলা খুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে গলফগ্রিনে এবং প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় যে খুনের ঘটনাগুলি ঘটেছে তার অধিকাংশ কিনারা করে ফেলেছে কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার ধর্মতলায় সংবাদপত্রের চিত্র গ্রাহকদের আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি বলেন, শহরে আইনশৃঙ্খলা যাতে কন্ট্রোলে থাকে তার জন্য কলকাতা পুলিশ আরো সতর্ক হবে। তবে বহু এরকম ঘটনা ঘটে চিঠি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগে কলকাতা পুলিশ তা চিহ্নিত করতে পারে। অপরাধী ধরা পড়ে। অপরাধ সংগঠিত হয় না। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে অনেক সময় সেই সব ঘটনার কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানানো সম্ভব হয়ে ওঠে না কলকাতা পুলিশের। এমনটাই দাবি করেন সিপি মনোজ ভার্মা। মঙ্গলবার দ্বিতীয় হুগলী সেতুতে বেপরোয়া বাসের পর পর ধাক্কা আসার জন্য আহত হওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন গোটা ভারতবর্ষের পরিসংখ্যান দেখে যদি বিচার করা যায় তাহলে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমেছে। গত বছরের তুলনায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা নিম্নমুখী। কিন্তু কলকাতার ট্রাফিক পুলিশ যেভাবে যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে তাতে দিনরাত পরিশ্রম করছে। এর মধ্যেই মহাত্মা গান্ধী রোড ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে বেপরোয়া গাড়ির গতির বলিতে একাধিক জন আহত হয়েছেন। দাবি তার মানে এই নয় শহরে বেপরোয়া যান চলাচল শাসনে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এই শহরে যানবাহন যাতে সঠিকভাবে চলে তার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছে। আগামী দিন আরও ট্রাফিক চলাচলের ক্ষেত্রে করা নিয়ম বলবৎ করবে ট্রাফিক পুলিশ। কলকাতা শহর নাগরিকদের চলাচলের ক্ষেত্রে যাতে নিরাপদ থাকে তা দেখবে পুলিশ ফোর্স।

৭২ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: সরস্বতী পুজোর আমেজে উৎসব মুখর সাধারণ মানুষ। ঠিক সেই সুযোগে বছর ৭২ বয়সের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠলে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ইতিমধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর,গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি এলাকায় একাধিক সরস্বতী পুজোয় বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান চলছিল। সোমবার সন্ধ্যায় বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।রাতের অন্ধকারে সেই সুযোগে মঙ্গল রায় নামে এক ব্যক্তি বৃদ্ধার বাড়িতে হাজির হয়। বৃদ্ধাকে মদ খাওয়ায়। বেহুঁশ হয়ে পড়েন বৃদ্ধা। সেই সুযোগে অচৈতন্য বৃদ্ধাকে মঙ্গল রায় ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে বৃদ্ধার পরিবারের লোকজন বাড়িতে ফিরে আসে। তাঁরা দেখতে পায় বৃদ্ধা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পাশাপাশি মঙ্গল রায়ের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কুকর্মের কথা স্বীকার করে। সেই মুহূর্তে এলাকার মানুষজন তাকে ধরে একটি গাছে বেঁধে ফেলেন। শুরু হয় গণ ধোলাই। পাশাপাশি অচৈতন্য অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার।মঙ্গলবার ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠায়। অন্যদিকে গোসাবা থানার পুলিশ অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয় পুলিশের তরফে। পাশাপাশি অভিযুক্ত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা। বৃদ্ধার পরিবারের দাবী, ‘অভিযুক্ত মঙ্গল রায় যে জঘন্য ঘটনা ঘটিয়ে খুন করেছে,তাতে করে অভিযুক্তের যেন ফাঁসি হয়।’

চাষের জন্য মিলছে না পর্যাপ্ত জল, বিক্ষোভ বিডিও অফিসে

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: চাষের জমিতে মিলছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে জল আর তার জেরে সমস্যায় পড়েছে মগরাহাট দু’নম্বর ব্লকের কয়েকশো কৃষকেরা। বারবার প্রশাসনকে জানিও কোনরকম সূরা হয়নি বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার মগরাহাট ব্লক উন্নয়ন সমষ্টি আধিকারিক এবং প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের কৃষকেরা। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মগরাহাট দু’নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম মগরাহাট অঞ্চল কলস অঞ্চল এবং নৈনান অঞ্চলের কয়েক হাজার কৃষকদের ভরসা ডায়মন্ড হারবার ক্রিক খালের জোয়ারের জল কিন্তু কয়েক বছর আগে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের কেওড়া পুকুর খালের একটি বাঁধ সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে ভেঙে দেয়া হয় গত শনিবার।
এই বাঁধের উপর ভরসা করে মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের ৩০০০ বিঘার ও বেশি জমির কৃষকদের ভরসা ছিল খালের জল। বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে সেচ কাজের বিশাল সমস্যায় পড়েছে কৃষকেরা বারবার প্রশাসনকে জানিও কোনরকম সূরা হয়নি। এর ফলে কৃষি জমিতে মিলছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে জল তার জেরে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে মগরাহাট দু’নম্বর ব্লকের কয়েক হাজার কৃষক পরিবার। মগরাহাট এলাকার কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে কৃষি কাজের সুবিধার্থে সেচ দপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিক। খাল সংস্কার না করলে নদীর জোয়ারের জল এলাকার মধ্যে ঢুকতে পারছে না আর তার জেরে কৃষি কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এ বিষয়ে এক কৃষক দুলাল চন্দ্র দত্ত কিন্তু জানান, কৃষি কাজ করার জন্য জলের প্রয়োজন রয়েছে আমরা মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দারা মূলত কৃষি কাজের উপরে নির্ভর করে জীবন জীবিকা চালাই।
খালের উপর একটি বাঁধ ছিল সেই বাঁধের উপর ভরসা করে আমাদের কৃষি জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল প্রদান করতাম। কিন্তু সেই বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। এর ফলে কিছু জমিতে জল পাচ্ছি না। আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং ব্লক প্রশাসনকে জানালাম। অবিলম্বে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে দিক স্থানীয় ব্লক প্রশাসন। সেচের পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না পাওয়ার কারণে ৩০০০ বিঘেরও বেশি কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষি জমিতে ব্যবহার করা সার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর বাজার মূল্য বেড়েছে কিন্তু আমরা যদি জল না পাই তাহলে চাষবাসের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষোভ অসুবিধা হবে। সরকার কোন বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের করে দিক যাতে আমরা চাষবাস করে জীবন জীবিকা নির্ভর করতে পারি। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কৃষকদের এই আবেদন পত্র পাওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা জানিয়েছে, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। কৃষকদের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা আমরা দ্রুতই গ্রহণ করব।

নিজের কিডনি বিক্রির টাকা স্ত্রীকে দিতেই প্রেমিককে নিয়ে পগার পার

আব্দুল হাফিজ খান ● হাওড়া

আপনজন: বিশ্বাস করে নিজের কিডনি বিক্রির ১০ লক্ষ টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা হাতে পেয়েই বদলে গেল স্ত্রী। স্বামীকে কিছু না বলেই প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়ল গৃহবধূ সুপর্ণা বেজ। এখন ভাঙা শরীরে কার্যত নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন সাঁকরাইল এর নিজের বাড়িতে। চাইছেন বিশ্বাসঘাতকতার বিচার। সাঁকরাইলের ধুলোগড় ব্যানার্জি পোলের কাছে বছর আটত্রিশের ব্যক্তি পিন্টু বেজ থাকেন। বছর ১৬ আগে তিনি পাঁচলার গঙ্গাধরপুরে এক বিয়ে বাড়িতে সুপর্ণা বেজের সঙ্গে তার আলাপ হয়। আলাপ থেকে প্রেম হতে বেশি সময় লাগেনি। মাস ছয়েক প্রেম পর্ব চলার পর মন্দিরে গিয়ে দুজনে বিয়ে করেন। তারপর তাদের একটি মেয়েও হয়। কারখানায় কাজ করতো পিন্টু। যা আয় করেন সবটাই সংসারে ব্যয় করেন। মাস কয়েক আগে পিন্টুর স্ত্রী তাকে কিডনি বিক্রির প্রস্তাব দেয়। যাতে সংসারের আর্থিক অনটন থেকে বেরিয়ে আসা যায়। পিন্টু হাতে ১০ লক্ষ টাকা নগদ পাবে এই আশ্বাস পেতেই স্ত্রীর এক কথায় রাজি হয়ে যান। এরপর প্রথমে হাতে তার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। গত বছর নভেম্বর মাসে তিনি একটি কিডনি দিয়ে দেন। এর বিনিময় তার স্ত্রীর হাতে নগদ ১০ লক্ষ টাকা তুলে দেয় কিডনির গ্রাহক।
পিন্টু বেজে জানিয়েছেন যখন তিনি বাড়িতে বিশ্রামে ছিলেন সেই সময় তার স্ত্রী ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে বাজারে যাবার নাম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ঘরে রেখে যায় তার মোবাইল। এরপর সাঁকরাইল থানায় মিসিং ডায়েরি করে পিন্টু। দীর্ঘদিন তার খোঁজ না পেলেও পরে সে জানতে পারে ব্যারাকপুরের রবি দাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় এবং প্রেম হয়। তার স্ত্রী রবির সঙ্গেই থাকছে। পিন্টু এরপর মেয়ে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে রবির বাড়িতে গিয়ে তাকে ফেরত আনার চেষ্টা করলেও সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। শেষমেষ তিনি কলকাতা হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হয়। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয় পিন্টুর স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছে। তাই এই ব্যাপারে পুলিশের বিশেষ কিছু করার নেই। পিন্টু এখন ভাঙা শরীরে তার ঘরে বেশিরভাগ সময় শুয়ে কাটান। দুর্বলতার কারণে কাজকর্ম করতে পারেন না। তিনি মনে করেন ১৬ বছর তার সঙ্গে থাকার পর স্ত্রী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সমস্ত টাকা-পয়সা এবং গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। তিনি চান এর জন্য তার স্ত্রী এবং তার প্রেমিকের শাস্তি হোক। সে যেন ফিরে পায় তার খোয়া যাওয়া টাকা।

আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন শনিবার

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ‘অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্টে’র রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আগামী ৮’ই ফেব্রুয়ারি শনিবার কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্বেরাত সম্মেলন । আয়োজকরা জানিয়েছেন, ওই দিন দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ক্বারী সাহেবরা উপস্থিত থাকবেন । ক্বেরাত সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন ‘অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্টে’র রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, সভাপতি জিয়াউল হক লস্কর, চেয়ারম্যান সাব্বির আলী ওয়ারসি, ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তাফিজ হাশমি, রাজ্য হজ কমিটি ও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য মেহের আব্বাস রিজভী। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সকলকে ঐদিন উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। খাবার, ওযু, নামাজ, টয়লেট, পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানিয়েছেন আয়োজকরা। এই ক্বেরাত সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ প্রচার চালানো হচ্ছে।

সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

রঙ্গীলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: খড়গ্রাম কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ আসন মধ্যে ৬ টিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল সমর্থক পার্থী।মুর্শিদাবাদ জেলার খরগ্রাম ব্লকের কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমেতিতে ৪৬৪ জন সদস্যের ৬ টি আসনে গত ৫ই জানুয়ারি নির্বাচন হয় , কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ আসন মধ্যে ৬ টিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল পার্থী।
আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ছিল সমবয় পরিচালন সমতি গঠনের দিন , সরকারি আধিকারিক সমবায় পরিদর্শক শিশির দত্ত এর উপস্থিতে খড়গ্রাম কীর্তিপুর বুধুরা পাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি পরিচালন সমেতি গঠন করা হয়। , এই সমবায় সমিতির সভাপতি হিসাবে নির্বাচন হন আব্দুল হামিদ, সহ-সভাপতি যাদব হাজরা, সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন মফিজুর রহমান ।
সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়ে খুশির হাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কীর্তপুর অঞ্চলে।
এদিন উপস্থিত ছিলেন সমবায় পরিদর্শক শিশির দত্ত সহ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আকতারা বিবি ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিয়ের তিন দিন আগে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: তিন দিন বাদে বিয়ে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস বিয়ের ঠিক তিন দিন আগেই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল যুবকের। এহেন মর্মান্তিক দুঃখজনক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। কান্নার রোলে ভেঙে পড়েছে পরিবার থেকে আত্মীয় পরিজন ও পাড়াপড়শিরা। ধূপগুড়ি মহকুমার সাকোয়াঝোড়া দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মল্লিক পাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাবা মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিল মৃত যুবক। মৃত যুবকের নাম রাজু ইসলাম, বয়স ২৪ বছর। সোমবার আলু খেতে জল দেওয়ার সময় বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। তাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে দেয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার তার দেহ বাড়ি আসলে কান্নার রোলে ভেঙে পরে গোটা এলাকার মানুষ। তিন দিন বাদেই ছিল তার বিয়ে বিয়ের সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ। আর সেই শেষ মুহূর্তে তিনি না ফেরার দেশে।

ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন ব্যবসায়ী

জে এ সেখ ● পূর্ব-বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরের নীলপুরের বাসিন্দা পেশায় ডেকরেটর ব্যবসায়ী মানস ভট্টাচার্য মঙ্গলবার সকালে যাচ্ছিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু পথি মধ্যে অসতর্কতায় মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের সামনে রাস্তার ওপর পড়ে যায় তাঁর মোবাইল ফোনটি। ফোন হারিয়ে খুবই টেনশনে পড়ে যান তিনি। কারণ তাতে ছিল বহু গুরুত্বপূর্ণ নম্বর ও নথি। যা অন্যের হাতে চলে গেলে বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
এরপর তিনি অন্যের ফোন থেকে নিজের ফোনেই কল করার চেষ্টা করেন । ও প্রান্তে পুলিশের কথা শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত হন । ফোনে জানানো হয়, তাঁর ফোন ট্রাফিক পুলিশের কাছে রয়েছে, উপযুক্ত প্রমাণ ও কাগজপত্র সহ নিয়ে যাওয়ার কথা। দেরি না করে মানস বাবু তড়িঘড়ি যান কার্জন গেটের ট্রাফিক অফিসের দিকে। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন বিরহাটা সাব-ট্রাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী সহ তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার। এরপর ট্রাফিক ওসি চিন্ময় বাবু তার নাম- পরিচয় জেনে ফোন হারানো সম্মন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে এবং সত্যতা বুঝতে পেরে মানস বাবুকে মোবাইল টি ফিরিয়ে দেন । মানস বাবু তার ফোন ফিরে পেয়ে খুব খুশি। কৃতজ্ঞতা জানান কর্তব্যরত ট্রাফিক অফিসার সহ সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। তিনি জানান, ’ এইভাবে ফোন ফিরে পাবো, কল্পনাতেই আসেনি। তবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কাজের বাইরেও যে ট্রাফিক পুলিশ সামাজিক, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সজাগ রয়েছে, এটা সাধারণ মানুষকে সাহস ও ভরসা যোগাবে। সেই সাথে আমরাও যদি আরও সচেতন হতে পারি, তাহলে সামগ্রিক ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে।’অন্যদিকে,
ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী বলেন, “ প্রত্যেকের উচিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজের পাশাপাশি যদি মানুষের উপকারে কোনো কাজে লাগতে পারি,সেটা আমাদের বড় পাওনা। সেটাই আমি ও আমার টিম করেছি মাত্র।”

প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে হাসিনা এখন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কথায় আছে চাহিদা থাকলে সফলতা আসে। তাই সবরকমের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এবার শিক্ষার পাঠদান করবেন হাসিনা খাতুন।
সাগরদিঘী থানার কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামের পেশায় কৃষক ওমর আলী নিজের মেয়ে হাসিনা খাতুনের পড়াশোনা চালাতে করেছেন কঠোর পরিশ্রম। দু’পায়ে চলতে না পারলেও ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি হাসিনার আগ্রহ ছিল অসামান্য। কলা বিভাগে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিএড সম্পন্ন করেছেন তিনি। স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হবেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পাঠ দেবেন তিনি। অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল তার। গত শনিবার সাগরদিঘীর আনিকা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামানের কথামতো ওই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আবুল কালাম হাসিনা খাতুনকে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত মঙ্গলবার হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হয় চাকরির নিয়োগপত্র। হাসিনা খাতুনের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন আবুল কালামের দুই কন্যা আজিজা কালাম ও আনিকা কালম। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার বিশিষ্ট মহল।
একমাত্র মেয়ের স্বপ্ন পূরণে বাবা ওমর আলীর চোখে খুশির জল। নিজের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় হাসিনা খাতুন মন্ত্রী আখরুজ্জামান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আবুল কালামকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হল প্রতিবন্ধকতা। সাক্ষী থাকলো মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী।

বইমেলায় খাজিম আহমেদের নতুন গ্রন্থ

আপনজন: সল্টলেকের করুণাময়ীতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় আপনজন পাবলিকেশন থেকে মঙ্গলবার প্রকাশিত হল ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদের অনন্য গ্রন্থ ‘বিস্মৃত ঐতিহ্য’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) দৈনিক আপনজন-এর সহযোগী সম্পাদক ফৈয়াজ আহমেদ মোল্লা, সম্পাদক জাইদুল হক, হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ড. কামালউদ্দিন আহমেদ, লেখক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, খাজিম আহমেদ, পিআইবি-র সম্পাদক ড. মানাজাত আলি বিশ্বাস, প্রবীণ সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. আবদুল মাতিন, সাংবাদিক এম মেহেদী সানি, মাসুদ রশিদ মোল্লা প্রমুখ।

গুড়াপের স্কুলে সংবর্ধনা

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: সম্প্রতি হুগলি গুড়াপ শীতল কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিদিশা সান্যালকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। সভায় বর্তমান শিক্ষিকাবৃন্দ ও প্রাক্তন শিক্ষিকারাও যেমন,শ্রীমতি তৃপ্তি প্রামাণিক, শ্রীমতি শিখা হালদার , শ্রীমতি অতসী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি সেলিম সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তি রবিন বারিক, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য , কাকলি পাল , প্রাক্তন সম্পাদক সোমনাথ মিত্র সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। হাজির ছিলেন দীপান্বিতা বিশ্বাস , বিভা মন্ডল , সুস্মিতা সাধুখাঁ, সারদামণি মুর্মু, দোলনচাঁপা মাইতি, শ্রাবণী ঘোষ, ইন্দ্রানী কোনার প্রমুখ। এদিন সমবেত হয়ে ছিলেন অর্পিতা সাহা, দিপালী মান্ডি , সৌমিতা গুঁই মন্দিরা মুখার্জ্জী , অনুসূয়া ঘোষ, নবনীতা সুর, রূপশ্রী চক্রবর্তী, স্বর্ণালী সাহা ও মধুরিমা মন্ডলরা । এদিনসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে ছাত্রীরা শিক্ষীকাকে বিদায় জানিয়েছে। সকলে মনোরম একটি পরিবেশ উপভোগ করেন ।
দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে স্কুলে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা বলেন তিনি। গুড়াপ মানে ঐতিহাসিক একটি স্থান। মহাকাশ অভিযানে নাসা র একজন দায়িত্ববান বৈজ্ঞানিক হলেন এই এলাকার বাসিন্দা।

প্রথম নজর

কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের গোল্ডেন ভিসা দিচ্ছে আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সারদের গোল্ডেন ভিসা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। কোনো কনটেন্ট ক্রিয়েটর এই ভিসা পেলে দেশটিতে স্পন্সর বা কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ১০ বছর পর্যন্ত থাকতে পারবেন।
সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমিরাতের সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ও ডিজিটাল মিডিয়া খাতে যুক্তদের প্রধান গন্তব্য হিসেবে আমিরাত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার।
এ কারণে গোল্ডেন ভিসা দেয়ার মতো এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১০ হাজার কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সারদের এ ভিসা দেয়ার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে।
এদিকে দেশটিতে যেতে ইচ্ছুক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য মানও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আমিরাত সরকার। এরমধ্যে রয়েছে, যেসব কনটেন্টে সৃজনশীলতা রয়েছে বা যা সমাজে প্রভাব ফেলার মতো যথেষ্ট কার্যকরী, যারা কনটেন্ট তৈরির জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন বা কোনো স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং যেসব ক্রিয়েটরদের কনটেন্টের মাধ্যমে আমিরাতের নেটিজেনরা লাভবান হতে পারেন, শুধু তাদেরেই গোল্ডেন ভিসা দেয়া হবে। এ ব্যাপারে আমিরাতের কর্মকর্তারা বলেছেন, কনটেন্ট ক্রিয়েটর বা ইনফ্লুয়েন্সারদের আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার জন্য প্রথমে ক্রিয়েটরস এইচকিউ নামের ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখানে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। একইসঙ্গে নিজের ই-মেইল অ্যাডড্রেসও দিতে হবে। আগ্রহী ক্রিয়েটর আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিট করার পর সেটি যাচাই-বাছাই করবে ক্রিয়েটরস এইচকিউ টিম। এরপর ভিসার জন্য যোগ্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। ক্রিয়েটরস এইচকিউ থেকে পরবর্তীতে জানানোর পরই শুরু হবে বাকি ধাপগুলো।

অতিরিক্ত মদ্যপানের দায়ে জাপানে ২ পাইলটের শাস্তি

আপনজন ডেস্ক: জাপানের পরিবহন মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জাপান এয়ারলাইনসের (জেএল) দুই সাবেক পাইলটের ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি স্থগিত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত মদ্যপান ও সাবেক নিয়োগকর্তাকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই দুই সাবেক ক্যাপ্টেন ‘নিয়ম সম্পর্কে সচেতন থাকার পরও নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি মদ্যপান করেছিলেন’। বিধান অনুযায়ী, নির্ধারিত ফ্লাইটের অন্তত ১২ ঘণ্টা আগে মদ্যপান সীমিত রাখতে হয়। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, তারা দুজনই ‘ফ্লাইটের পর কম্পানিকে মিথ্যা ব্যাখ্যা দেন এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করেন’। এ কারণে তাদের সর্বোচ্চ সাত মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দুই পাইলটের শরীরে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি অ্যালকোহল পাওয়া যাওয়ায় গত ডিসেম্বর মেলবোর্ন থেকে টোকিওগামী একটি ফ্লাইট তিন ঘণ্টা দেরি করে ছাড়ে। এরপর তাদের জাপান এয়ারলাইনস (জেএল) চাকরিচ্যুত করেছিল।
গত মাসে জেএল ঘোষণা দেয়, এ ঘটনায় কম্পানির দুই শীর্ষ নির্বাহী দুই মাসের জন্য তাদের বেতনের ৩০ শতাংশ কম নেবেন।
এর আগে ২০২৩ সালে ডালাস থেকে টোকিওগামী এক ফ্লাইট বাতিলের পর জাপানের পরিবহন মন্ত্রণালয় জেএলকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সে সময় এক পাইলট হোটেলে মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন। ২০১৯ সালে জাপান সরকার পাইলটদের অ্যালকোহল সেবনের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কারণ সে সময় একাধিক ঘটনা আলোচনায় আসে।

ডিআর কঙ্গোতে ৯০০ মানুষের মৃত্যুর পর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা এম২৩ গোষ্ঠীর

আপনজন ডেস্ক: মানবিক কারণে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি)-এর পূর্বাঞ্চলে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেবে বিদ্রোহী গোষ্ঠী। রুয়ান্ডা-সমর্থিত বাহিনী ঘোষণা এম২৩ এ ঘোষণা দিয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার এএফসি/এম২৩ বিদ্রোহী জোট ঘোষণা করেছে, তারা মঙ্গলবার থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতি শুরু করবে। প্রতিবেশী দেশ রুয়ান্ডার হাজার হাজার সেনা সমর্থিত এম২৩ গোষ্ঠীটি গত সপ্তাহে পূর্ব ডিআরসির প্রধান শহর গোমা দখল করে নেয়।
জাতিসংঘের অনুমান, রুয়ান্ডা সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী এম২৩ গ্রুপের সঙ্গে ডি আর কঙ্গোর সামরিক বাহিনীর লড়াইয়ে ৯০০ জন নিহত হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
সোমবার জাতিসংঘ জানিয়েছে, গোমার রাস্তা থেকে কমপক্ষে ৯০০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে। মোট মৃতদেহের সংখ্যায় ইতিমধ্যেই মর্গে নেওয়া মৃতদেহ এবং এখনও শহরে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
প্রতিবেদন অনুসারে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে প্রায় ২ হাজার ৯০০জন আহত ব্যক্তির কথা জানিয়েছে। যুদ্ধ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য একটি মানবিক করিডোর স্থাপনের আহ্বান ক্রমশ বাড়ছে। তবে ডিআরসি সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি এবং দেশটির সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে কি না তা স্পষ্ট নয়। বিদ্রোহীরা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘অ্যালায়েন্স ফ্লুভ কঙ্গো (এএফসি/এম২৩) জনসাধারণকে জানাচ্ছে, কিনশাসার শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট মানবিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় তারা মানবিক কারণে ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করছে। দুই মিলিয়ন জনসংখ্যার শহর এবং বিশাল খনিজ সম্পদে ভরা গোমা দখল করার পর বিদ্রোহীরা সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পূর্ব ডিআরসির আরেকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র বুকাভুর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর পূর্বে তারা রাজধানী দখলের জন্য ডিআরসিজুড়ে ব্যাপক অভিযান চালানোর ঘোষণা করেছিল। তবে তারা বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে, প্রাদেশিক শহর আক্রমণ করবে না। এম২৩ মুখপাত্র লরেন্স কানিউকা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে বুকাভু বা অন্যান্য এলাকা দখল করার আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই। তবে আমরা বেসামরিক জনসংখ্যা এবং আমাদের অবস্থান রক্ষার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।

তিউনিশিয়া-লিবিয়া সীমান্তে অভিবাসীরা বিক্রি হয় ‘পণ্যের মতো’

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়া সীমান্তে অভিবাসীদের ঘিরে বেআইনি ব্যবসা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গবেষকদের একটি যৌথ দল। প্রতিবেদনটি ২৯ জানুয়ারি ইউরোপীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। রিসার্চ অ্যান্ড রিসার্চারস বা আরআরএক্স নামের অজ্ঞাতপরিচয় গবেষকদের একটি দল এই নথিটি তৈরি করেছে। ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য অনুসারে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিউনিশিয়া ও লিবিয়া কর্তৃপক্ষ সীমান্তে আসা পুরুষ, নারী ও শিশু অভিবাসীদের নিয়ে ব্যবসা করে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিউনিশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে। ২০২৩ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিউনিশিয়া থেকে লিবিয়ায় পুশব্যাকের শিকার সাব-সাহারা আফ্রিকার ৩০ অভিবাসীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পুরো প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধ, নির্বিচারে আটক, জাতিগত বৈষম্য, জাতিগত ঘৃণার প্ররোচনা, জোরপূর্বক অন্তর্ধান, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।
তিউনিশিয়ার সরকার এসব অভিযোগের ব্যাপারে কোনো জবাব দেয়নি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদের বর্ণবাদী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটিতে বেড়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর সহিংসতার ঘটনা।
ইনফোমাইগ্রেন্টস মরুভূমিতে বিতাড়নের শিকার অভিবাসীদের কাছ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন সাক্ষ্য সংগ্রহ করে আসছে।
আরআরএক্স গবেষক দলের প্রতিবেদন অনুসারে, সীমান্তে অভিবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে ৪০ থেকে ৩০০ দিনার পর্যন্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির বিনিময়েও অভিবাসীদের সঙ্গে বেআইনি ব্যবসা করে কর্তৃপক্ষ।
গবেষকেরা বলেছেন, তারা সাক্ষাৎকারদাতাদের কাছ থেকে টাকা বা অর্থ প্রদানের বিভিন্ন উপায়ের বর্ণনা পেয়েছেন। বিভিন্ন সহিংস প্রেক্ষাপটে এবং রাতে অর্থের লেনদেন করতে বাধ্য হতেন ঝুঁকিতে পড়া অভিবাসীরা।
এক অভিবাসী প্রতিবেদনে বলেন, ‘তারা আমাদের পণ্যের মতো বিক্রি করে দিয়েছিল। তিউনিশিয়ার সেনারা আমাদের সীমান্ত পার হতে এবং লিবিয়া পুলিশের ভ্যানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। বিক্রি হওয়া বন্দিদের মধ্যে পুরুষ, নারী (যাদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ভবতী ছিলেন), দম্পতি, শিশু ও অভিভাকহীন অপ্রাপ্তবয়স্করাও রয়েছে। একজন অভিবাসী বলেন, ‘নারীদের বাজারমূল্য ছিল বেশি।’ লিবিয়ার মাটিতে পৌঁছনোর পর অনিয়মিত অভিবাসীদের কয়েক দিনের জন্য মরুভূমির বিভিন্ন কারাগারে আটকে রাখা হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে তাদের লিবিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত অবৈধ অভিবাসন দমন বিভাগ (ডিসিআইএম) পরিচালিত সরকারি আটককেন্দ্রে পাঠানো হয়।
প্রতিবেদনে সাক্ষ্য দেওয়া অভিবাসী মুসাকে লিবিয়ার উত্তরে তিউনিশিয়ার সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে আল আসাহ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সীমান্তে অভিবাসীদের এই ‘বিক্রয়’প্রক্রিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে সংঘটিত হয় লিবিয়ার জেলে। জেলে বন্দিদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণের অর্থ দাবি করা হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ইইউ তিউনিশিয়ার সঙ্গে একটি ‘কৌশলগত অংশীদারি’ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবেলায় ১০ কোটি ইউরো অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। অধিকারকর্মীরা নিয়মিত লিবিয়া ও তিউনিশিয়া কর্তৃপক্ষের অবৈধ কার্যক্রমের নিন্দা জানিয়ে আসছে।

সিরিয়ায় নির্বাচন আয়োজন হতে ৫ বছর লাগতে পারে: আল-শারা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা বলেছেন, দেশটিতে নির্বাচন আয়োজন করতে চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের এক সপ্তাহ পর এই মন্তব্য করলেন তিনি। মাত্র দুই মাস আগে আল-শারার নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অভিযানে বাশার আল-আসাদ ক্ষমতা থেকে সরে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। সিরিয়ার একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত পূর্বে রেকর্ড করা এক সাক্ষাৎকারে আল-শারা বলেন, আমার অনুমান নির্বাচন আয়োজনে প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর প্রয়োজন। গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে আল-আরাবিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রায় চার বছর সময় লাগবে। তিনি বলেন, ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে, যা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। একই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।
তিনি জানান, সিরিয়া হবে একটি সংসদীয় ও নির্বাহী সরকার ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। শারা দায়িত্ব গ্রহণের পর আসাদ-যুগের সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং বাথ পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা কয়েক দশক ধরে সিরিয়ায় ক্ষমতায় ছিল। এছাড়া, সিরিয়ার সংবিধান বাতিল করা হয়েছে এবং আসাদ-সমর্থিত সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শারার নিজ দল হায়াত তাহরির আল-শামসহ সব সশস্ত্র গোষ্ঠীও বিলুপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশ পরিচালনায় একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে, যা আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত সিরিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।শারার নেতৃত্বে নতুন সরকার দেশের অভ্যন্তরে শরণার্থী সংকট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনের কাজ হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যেখানে আন্তর্জাতিক সহায়তা ছাড়া টিকে থাকা কঠিন হবে।

সৌদি কিংবা আমিরাতে হতে পারে ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্টে ভ্লাদিমির পুতিন শিগগিরই বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকের সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। রাশিয়া দু’টি উচ্চপর্যায়ের সূত্রের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। সূত্র জানিয়েছে, মস্কোর কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে দুটি দেশ সফর করেছেন। আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকের ভেন্যু নির্ধারণ নিয়ে মস্কোর কয়েকজন কর্মকর্তা সন্তুষ্ট নন। তাদের মতে সৌদি কিংবা আমিরাত নিরপেক্ষ কোনো ভেন্যু নয়। উভয় দেশই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ। সম্ভাব্য এ বৈঠকের বিষয়ে জানার জন্য সেদি ও আমিরাতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কেউই এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। রাশিয়ার সূত্রের বরাতে জানা গেছে, দুই নেতার বৈঠকে দুটি ইস্যু গুরুত্ব পাবে– জ্বালানি তেলের দাম এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান। টানা প্রায় দেড় বছর ধরে বাজারে মন্দাভাব চলার পর ২০২৩ সালের শেষ দিকে জ্বালানি তেলের দৈনিক উত্তোলন হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয় ওপেক প্লাস। মূলত রাশিয়ার প্রস্তাবেই নেওয়া হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত। ওয়াশিংটন শুরু থেকেই ওপেক প্লাসের এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বেশ কয়েকবার সৌদি ও আমিরাতকে তেলের উত্তোলন আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার আহ্বানও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওপেক প্লাস তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেনি। পুতিন ও ট্রাম্পের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে রুশ সূত্র। তবে জ্বালানি তেলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের ইস্যুটি। কারণ গত জানুয়ারি মাসে শপথ গ্রহণের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার মার্কিন পণ্যে ১৫ শতাংশ কর বসাল চীন

আপনজন ডেস্ক: চীনের পণ্যের ওপরে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক বসিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীন তার জবাবে মার্কিন পণ্যে ১৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জবাব দিল চীন। চীনের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ হারে মাসুল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাম্প। চীন তার পাল্টা হিসেবে আমেরিকার পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে মাসুল বসানোর সিদ্ধান্ত নিল। অর্থাৎ, আরো একধাপ এগিয়ে বেশি মাসুল বসালো চীন। বেজিংয়ের অ্যান্টি মনোপলি ওয়াচডগ গুগুল নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবারই চীনা জিনিসের ওপর আমেরিকার ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চালু হয়েছে। তার মিনিট কয়েকের মধ্যে চীনের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তরফে মার্কিন জিনিসের ওপর ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক বসানোর ঘোষণা করা হয়। এর পাশাপাশি চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা বেশ কিছু জিনিস আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ চালু করেছে। ৩০ দিনের জন্য কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলেও চীনের পণ্যের ওপর বসানো শুল্ক বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ৩০ দিনের জন্য কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। সীমান্তে আরো কড়া ব্যবস্থা নিতে কানাডা রাজি হয়েছে। তারা ফেনটানিলসহ অন্য মাদক পাচার বন্ধ করবে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও জানিয়েছেন, তারা আমেরিকার পণ্যের ওপর যে ২৫ শতাংশ হারে মাসুল বসিয়েছিলেন, তা বাতিল করা হয়েছে।
ট্রাম্প বলেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো আমেরিকার সব নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আমি আলোচনায় সন্তুষ্ট। তাই ৩০ দিনের জন্য মাসুল বসানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখছি। সোমবার একটি আলাদা বিবৃতিতে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেনবউমের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি মেক্সিকোর পণ্যের ওপর মাসুল বসানোর সিদ্ধান্ত ৩০ দিন স্থগিত রাখছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ‘মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে ১০ হাজার সেনা পাঠাতে সেদেশের প্রেসিডেন্ট রাজি হয়েছেন। ট্রাম্পের চ্যালেঞ্জের মোকবিলায় ইইউ-কে একজোট হতে হবে।’ জার্মানির রক্ষণশীল সিডিইউ নেতা ফ্রিডরিখ মারৎস বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, তার মোকাবিলায় ইইউ-কে একজোট হতে হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৩মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৩
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫১	
মাগরিব	৫.৩৩	
এশা	৬.৪৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

উগান্ডায় ইবোলা টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডায় ইবোলা ভাইরাস শনাক্তের পরে রোগীদের পরীক্ষামূলক টিকা দিতে শুরু করেছে দেশটি। উগান্ডায় ভাইরাসটির সুদান প্রজাতির বিস্তারে একজনের মৃত্যু ও দু’জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে বলে এক প্রতিবেদনে বলেছে অন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। প্রথম পর্যায়ে দেশটির স্বাস্থ্যকর্মী ও আক্রান্ত ব্যক্তিদের টিকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে আরো ১৮ লাশ উদ্ধার, নিহত ছাড়াল ৪৭,৫০০

আপনজন ডেস্ক: গাজা ভূখণ্ডে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আরো ১৮ ফিলিস্তিনির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যার ফলে অবরুদ্ধ এই উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ৪৭ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা আনাদোলু এই তথ্য জানিয়েছে।
গত ১৫ মাস ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় গাজা ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গত মাসে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষের লাশ একের পর এক উদ্ধার করা হচ্ছে। এর ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।
খবরে বলা হয়, ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্যকর্মীরা গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে আরও ১৮ জনের লাশ উদ্ধার করেছেন। এর ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৫১৮ জনে পৌঁছেছে বলে সোমবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও ২০ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এতে করে ইসরায়েলি আক্রমণে আহতের সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাজার ৬১২ জনে পৌঁছেছে। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় পড়ে থাকলেও উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

পাঠ করুন
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক
এস এম শামসুদ্দিন-এর উপন্যাস
‘আলিমার খুলা তালাক’।
দরিদ্র পরিবারের এক সাহসী নারীর জীবন সংগ্রাম ও উত্তরণ নিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজের চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে এক বাস্তবধর্মী উপন্যাস।

এস এম শামসুদ্দিন
সংগ্রহ করুন
৪৮তম আন্তর্জাতিক
কলকাতা বইমেলা ২০২৫
আপনজন পাবলিকেশন -এর
স্টল নং ৪০০

মূল্য : ১৫০ টাকা
সকলকে স্বাগত
প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক
আবাবিল বুকস্
জী জে খান রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯
নিউ লেখা প্রকাশনী
বর্ণপরিচয় মার্কেট-এর বিপরীত দিকে, ৩নং গেট কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

বইমেলায় প্রকাশিত হল
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বইমেলায়
আপনজন পাবলিকেশন
আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com
কলকাতা বইমেলায় স্টল নং: ৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২২ মাঘ ১৪৩১, ৬ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

নূতন বিশ্বের নূতন ব্যবস্থা

বাংলার বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্না দের গান শোনেন নাই, এমন সংবেদনশীল বাঙালির দেখা পাওয়া দুষ্কর। তিনি এক গানে গাহিয়াছেন পরম মমতায়–'তুমি কি সেই আগের মতোই আছো/ নাকি অনেকখানি বদলে গেছ/ খুব জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে।' পৃথিবীর কাছেও আজ আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে, এই পৃথিবী কি আর পূর্বের মতো আছে, নাকি অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে? দেশে দেশে রাজনীতির স্বরূপ ও গতিধারা যেইভাবে দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের সীমা নাই। সত্যিই গত কয়েক দশকের পৃথিবীকে আজ চেনাই যায় না! জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষ্টিকালচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তনের হাওয়া লাগিয়াছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পর এখন এআই তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নূতন পরিবর্তনের দোলা দিতেছে। দেশে দেশে রাজনীতিতেও কি তাহার পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিতেছে না? দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে যেইভাবে এআই প্রযুক্তি নির্বাচনে প্রভাব ফেলিল, কারাবন্দি থাকিবার পরও নেতার ভাষণ শুনিয়া মানুষ উজ্জীবিত হইল, তাহাতে আমরা নূতন পৃথিবীর নূতন রূপ ও গন্ধের সন্ধান পাই। ইহার পূর্বে পরাশক্তিধর একটি দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা হ্যাকিংয়ের শিকার হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হয়। বিশ্ব পরিবর্তনটা এত দ্রুততর হইতেছে যে তাহার সহিত তাল মিলাইয়া চলা কঠিন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা একের পর এক বিস্ময়কর সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভূরাজনীতির সাজানো মাঠ আজ এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়া যাইতেছে। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা এক কথায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট। অবশ্য এই পৃথিবীতে পরিবর্তনের ধাক্কা কেবল আমরাই প্রথম টের পাইতেছি, তাহা নহে। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তনে কাঁপিয়া উঠিয়াছে বিশ্ব। বিশেষ করিয়া পঞ্চাশের দশকে সিয়াটো-সেন্টো লইয়া কম হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে নাই। তাহার প্রভাবে ছোট্ট ছোট্ট দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি চুরমার হইয়াছিল। তখন বিশ্বে ছিল দুই পরাশক্তির খেলা। পুঁজিবাদি ও সমাজতন্ত্রী–এই দুই ব্লকে বিশ্ব বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা ইহার বাহিরে গিয়া জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের ভাগ্যে ঘটে করুণ ও শোচনীয় পরিণতি; কিন্তু এখন বিশ্বপরিবর্তনের প্রকৃতি ভিন্ন। মালটিপোলার বা বহুমেরুকরণের যুগে কে যে কোথা হইতে কলকাঠি নাড়িতেছেন, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন। ইহার প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একের পর এক অস্থিতিশীলতা তৈরি হইতেছে। খুব অধিক দূরে যাইবার দরকার নাই। সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাও এক অবাক-বিস্ময়। বিভিন্ন মহাদেশ-উপমহাদেশে আজ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান লক্ষণীয়। এই উত্থানে পরাশক্তিদের চাওয়া-পাওয়ারও অনেক সময় হিসাব মিলিতেছে না। একটা পর্যায়ে আসিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছে ব্যাকফুটে। অগত্যা তাহারা ইহাও মানিয়া লইতেছে। বর্তমানে ইউক্রেন, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, সুদান, মিয়ানমারে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। ইহার পাশাপাশি চলিতেছে নিষেধাজ্ঞার পর পালটা নিষেধাজ্ঞা। ইহাতে বিশ্ব অর্থনীতি সীমাহীন দুর্দশায় নিপতিত হইলেও ক্ষমতার এই লড়াই ও প্রতিযোগিতা থামিতেছে না। বরং দিনদিন বীভত্স রূপ ধারণ করিতেছে। এই সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির কোপানলে পড়িয়া তৃতীয় বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলির এখন ত্রাহি ত্রাহি ও ত্রিশঙ্কুল অবস্থা। তাহাদের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করাও এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত, এই সকল দেশে ভোটের প্রকৃত ক্ষমতা আর ভোটারের নিকট নাই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক-বেসমারিক প্রশাসন অথবা মাশলম্যানদের করায়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচনটা হইয়া পড়িয়াছে মূল্যহীন ও গতানুগতিক।

নূতন এই বিশ্বে টিকিয়া থাকাটাই আজ বড় কথা। আমরা যতই চেষ্টা করি, পূর্বের জায়গায় যাইতে পারিব না। হারানো মিত্রের জন্য আফসোস করিয়া লাভ নাই। নূতন মিত্রের অনুসন্ধান বা পুরাতন মিত্রকে নূতনরূপে বরণ করিয়া হইলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রতিনিয়ত কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। বিশেষ করিয়া পররাষ্ট্রনীতিতে সামান্য ভুল করিলে তাহার মাশুল গুনিতে হইবে কড়ায় গন্ডায়।

●●●●●●●●●●●●

ভারতে আদালতের কাঠগড়ায় মুসলমানদের স্থাপনা

ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা ও সব সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কথা বললেও বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে অনেক মুসলমানের কাছে ভারতের বহুত্ববাদী নীতির পরিপন্থী এবং তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছে। এ ঘটনা তাঁদের মনে করিয়ে দিয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে। ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কীভাবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে, তা নিয়ে লিখেছেন **শশী থারুর...**

মথুরার শাহি ঈদগাহ মসজিদের নিচে হিন্দুধর্মীয় স্থাপনার অস্তিত্ব আছে কি না, তা অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে ভারতের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে বিভিন্ন হিন্দু গোষ্ঠী যে ১৫টি মামলা করেছে, সেসব মামলাকে একত্র করতে গত জানুয়ারির শুরুতে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, এসব মামলাকে একত্র করা সব পক্ষের জন্য ভালো হবে। কারণ, যদি আলাদা শুনানি হতো, তাহলে হয়তো একেক আদালত একেক রকম রায় দিতেন, যা থেকে অস্থিরতা তৈরি হতে পারত। সব মামলা একত্র করা হলে একাধিক মামলা চালানোর ঝামেলা কমবে এবং পরস্পরবিরোধী রায়ের আশঙ্কা থাকবে না।

তবে আরও গভীরভাবে দেখলে সুপ্রিম কোর্ট সম্ভবত দেশে বাড়তে থাকা ধর্মীয় বিরোধের মধ্যে বিচারব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং উত্তেজনা যেন না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভারতে একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল–এমন অসংখ্য মসজিদ আছে। এসব মসজিদ মুসলিম শাসকদের আমলে বানানো হয়েছিল। অনেক ভারতীয় মনে করেন, ওই মুসলমান শাসকেরা, বিশেষ করে মোগল শাসকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুমন্দির ও উপাসনালয় ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

ভারতের রাজনীতিতে এ ইস্যু খুবই সংবেদনশীল। হিন্দুত্ববাদী (হিন্দু জাতীয়তাবাদী) মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর একটি গোষ্ঠী (যা 'সংঘ পরিবার' নামে পরিচিত) এ বিষয়ে মানুষের আবেগ উসকে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর প্রথম চার দশক ধরে বিষয়টি তেমন আলোচিত হয়নি। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান 'রামজন্মভূমি' পুনরুদ্ধারের দাবিতে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এ নিয়ে উত্তেজনা বেড়ে যায়।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতার ষোড়শ শতকের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।

২০১৯ সালে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার পর আদালত হিন্দুদের পক্ষে রায় দেন এবং বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন। সেখানে রামমন্দির নির্মাণের পর গত বছর পূজা-অর্চনার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য শহরের অন্য একটি জায়গায় পাঁচ একর জমি দেওয়া হয়।

অর্থাৎ যেখানে একটি পুরোনো মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেই জমির মালিকানা শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের দেওয়া হলো। আদালত বলেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান জানানো উচিত; যদিও এর ফলে সংখ্যালঘুদের অনুভূতি উপেক্ষিত হয়। তবু যাঁদের বিরুদ্ধে রায় গেছে (অর্থাৎ

স্থানীয় মুসলমানরা), তাঁরা এ বিষয়ে কোনো বড় প্রতিবাদ করেননি।

ভারতের মুসলমানদের জন্য এ ধরনের বিরোধ শুধু কোনো নির্দিষ্ট মসজিদ বা উপাসনালয় নিয়ে নয়, বরং সমাজে তাঁদের অবস্থানের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা ও সব সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কথা বললেও বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে অনেক মুসলমানের কাছে ভারতের বহুত্ববাদী নীতির পরিপন্থী এবং তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছে।

> **১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতার ষোড়শ শতকের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। ২০১৯ সালে দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার পর আদালত হিন্দুদের পক্ষে রায় দেন এবং বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন। সেখানে রামমন্দির নির্মাণের পর গত বছর পূজা-অর্চনার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য শহরের অন্য একটি জায়গায় পাঁচ একর জমি দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেখানে একটি পুরোনো মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেই জমির মালিকানা শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের দেওয়া হলো। আদালত বলেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান জানানো উচিত; যদিও এর ফলে সংখ্যালঘুদের অনুভূতি উপেক্ষিত হয়। তবু যাঁদের বিরুদ্ধে রায় গেছে (অর্থাৎ স্থানীয় মুসলমানরা), তাঁরা এ বিষয়ে কোনো বড় প্রতিবাদ করেননি।**

তবে মুসলমানদের আশা ছিল, রামজন্মভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার পর অন্তত শান্তি ফিরে আসবে। এ বিরোধের সমাধান হলে (যা দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছিল) নতুন করে এ ধরনের বিতর্ক আর হবে না।

তাঁরা ভেবেছিলেন, বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির তৈরি হলে হয়তো পুরোনো এ বিরোধ চিরতরে মিটে যাবে এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো নতুন করে মোগল আমলে ধ্বংস হওয়া বলে দাবি করা অন্য মন্দিরগুলো পুনরুদ্ধারের দাবি তুলবে না।

কিন্তু না; মুসলমানদের সেই আশা পূরণ হয়নি। হিন্দুত্ববাদীরা রামজন্মভূমি নিয়ে আদালতের রায়কে শুধু একটি জমির বিরোধের সমাধান হিসেবে দেখেননি, বরং তাঁরা এটিকে হিন্দুত্বের ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় ধারণাকে নতুনভাবে গঠনের জয় হিসেবে দেখেছেন। এ রায় হিন্দুত্ববাদীদের মসজিদ ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দেওয়ার বদলে উল্টো বাড়িয়ে দিয়েছে।

অযোধ্যার মতো নতুন ধর্মীয় বিতর্ক আর যাতে না ঘটে, সে জন্য ১৯৯১ সালে ভারত সরকার 'প্লেসেস অব ওরশিপ (স্পেশাল প্রোভিশনস) অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস করেছিল। ওই আইন অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে বিদ্যমান থাকা কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ের চরিত্র বদলানো যাবে না এবং এ বিষয়ে কোনো মামলাও করা যাবে না। তবে বাবরি মসজিদকে এ আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল এবং এটি পরবর্তী সময়ে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দেয়।

এ আইনে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। ২০২২ সালে বারানসির আদালত জ্ঞানবাপি মসজিদের একটি ভিডিও জরিপের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই বিভিন্ন মসজিদ নিয়ে একই ধরনের নতুন মামলার ঢল নামে।

যাঁরা এসব মামলা করেছেন, তাঁরা যুক্তি দিচ্ছেন, আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু এ আইন যদি আদালতকে কোনো উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে মামলা শুনতে বাধা দেয়, তাহলে এটি আইনি প্রক্রিয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এ যুক্তির ভিত্তিতে আইনটির সাংবিধানিক বৈধতা এবং এটি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অধিকারের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

লেখক উইলিয়াম এফ বাকলি বলেছিলেন, রক্ষণশীলেরা ইতিহাসের গতির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'থামো!' আর আমাদের ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা ইতিহাসকে উল্টো নির্দেশ দেন, 'পেছনে ফিরে যাও!'

তাঁদের লক্ষ্য অতীতকে শ্রদ্ধা জানানো নয়, বরং ইতিহাসকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বর্তমানকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও বুঝতে পারছেন, যদি কোনো মামলায় প্রমাণিত হয়, কোনো মসজিদ ভেঙে দেওয়া মন্দিরের জায়গায় তৈরি হয়েছিল, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই মন্দির পুনর্নির্মাণের দাবি উঠবে। এভাবে প্রতিটি 'পুনরুদ্ধার করা' মন্দির হবে হিন্দুত্ববাদী আদর্শে নতুন এক ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর।

ভারতে ধর্মীয় সম্প্রীতির আদর্শ ইতিমধ্যে অনেকটাই হারিয়ে গেছে। মুসলমানদের জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে মূলধারার বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে যে বিশাল উদ্‌যাপন হয়েছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি সরকার সরাসরি যুক্ত ছিল। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এসব ঘটনা স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে, হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া আমাদের চোখের সামনে এগিয়ে চলেছে।

ভারতের ইতিহাস নিয়ে নানা সময় নানা বিতর্কিত বিষয় ছিল। কিন্তু আজকের দিনে ইতিহাস নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক নতুন করে সামনে আসাটা উদ্বেগজনক। মথুরার মামলাগুলোকে একত্র করার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট এ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতগুলোকে নতুন ধর্মীয় স্থান পুনরুদ্ধারের মামলা গ্রহণ করতে এবং পুরোনো মামলাগুলোর বিষয়ে রায় দিতে নিষেধ করেছেন।

বিশেষ করে, যে মসজিদ ও দরগাহগুলো মন্দির ধ্বংসের জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে মামলা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। পুরোনো মসজিদগুলোকে নতুন মন্দির দিয়ে প্রতিস্থাপন করা কোনো পুরোনো ভুলের সংশোধন নয়, বরং এটি নতুন ভুলের সৃষ্টি করছে।

এতে পুরোনো ক্ষতগুলো আবার গভীর হয়ে উঠছে। যদি বিচারব্যবস্থা এসব বিরোধের কঠোর সমাধান না করে, তাহলে মুসলমানরা প্রতিরোধ শুরু করতে পারেন। এর ফলে নতুন ধর্মীয় সহিংসতার ঢেউ উঠবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও কিছু ভুলের কথা শেখানো হবে।

আদতে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন ইতিহাসকে শুধু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু অতীত মুছে ফেলার জন্য তাদের এ ঝোঁক ভারতের ভবিষ্যৎকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে।

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট শশী থারুর কংগ্রেসের হয়ে চতুর্থবারের মতো লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদ ও প্রাক্তন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

কেজরিওয়াল ২.০ লোডিং..!!

তন্ময় সিংহ

গলায় মাফলার ও প্যান্ট শার্টে অভ্যস্ত কেজরিওয়াল রাজনীতির ময়দানে তুলনায় নতুন হলেও, শাসক হিসেবে এগারো বছর রাজত্ব করে রাজনীতির প্যাঁচ পয়জারে যে যথেষ্ট দক্ষ,তার সবচাইতে বড় প্রমাণ এ যাবৎ কালে দিয়েছেন একমাত্র অরবিন্দ কেজরিওয়াল ই। গেরুয়া শিবিরের প্ল্যান ভন্ডুল করে নতুন করে জাত চিনিয়েছেন তিনি। ২০১৯ এর পরবর্তীতে বিজেপি সারা ভারতে প্রত্যেক রাজ্য দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গুলির উপর কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর চাপ তৈরি করে। ২০২৪ এর নির্বাচনের আগে গ্রেপ্তার করা হয় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন কে। রাজভবনের ইস্তফা নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার হন হেমন্ত সরেন। তারপর পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডের কিছু সময়ের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সরেন কে নিজের দিকে টানতে সক্ষম হয় বিজেপি। হেমন্তের কিছুদিন পরে দিল্লিতে আপকে ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যে গ্রেফতার করা হয় অরবিন্দ কেজরিওয়াল কে "লিকার" কান্ডে। এখানেই মাস্টার্স স্ট্রোক দেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সম্ভবত স্বাধীন ভারতের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জেল বন্দী হোন তিনি। বিজেপির পক্ষে আপকে ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা যমুনার জলে দূষিত হয়ে যায় অরবিন্দের চালে। আবার জেল মুক্তির পরে অতসীকে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে আপের দায়িত্ব নিয়ে নতুন করে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সিংহাসনে বসতে নির্বাচনের রণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই এগার বছরের শাসনকালের পরে ও এই নির্বাচন আসলে কেজরিওয়ালের দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষা। ১১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, সেই ক্ষোভের উপর ভরসা করে দুর্নীতিকে ইস্যু করে এবং আরো জনহিতকর প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে নেমেছে বিজেপি। রাজ্যস্তরে মুখের অভাব থাকলেও কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি ও দিল্লী পুলিশের উপরে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ দুই মূলত প্রধান ভরসা বিজেপির। লোকসভা নির্বাচনের পর সমস্ত বিভেদ ভুলে সংঘ পাশে দাঁড়িয়ে ভোট পরিচালনা করছে দিল্লিতে। পাশাপাশি দুই রাজ্য উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানাতে বিজেপি শাসন থাকায় এবং বিশেষত হরিয়ানাতে প্রায় মিরাক্যাল ঘটিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরে আসায় যমুনার এপারেও ক্ষমতায় ফিরতে আশাবাদী বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা থেকে লোক এনে দিল্লিতে নির্বাচন প্রভাবিত করার ও গন্ডগোল করার প্রচেষ্টা এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার সরব হয়েছে কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রী মোদির "আপদ" খোঁচায় বারবার বিদ্ধ হয়েছে কেজরিওয়াল। তবু নিচু তলায় মানুষের সমর্থন এবং সুসংহত ক্যাডার আম আদমি পার্টির থাকায় ও মনীষ শিশোদিয়া ফিরে এসে সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়ায় অ্যাডভান্টেজ দিল্লি রাজনীতিতে কেজরিওয়ালের দিকেই। বিগত নির্বাচনগুলিতে বিজেপির অন্যতম মূল অস্ত্র ছিল সুসংহত প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেওয়া। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি এই একই ওষুধ প্রয়োগ করে বিজেপিকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। দিল্লি নির্বাচনের ঠিক আগে সংসদে বিজেপির চাণক্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দলিতদের নিয়ে কটাক্ষকে কাজে লাগিয়ে বাল্মিকী সভা করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারপর ভোটের বাজারে দিল্লি স্বরগরম দলিতদের বস্তি তুলে দিয়ে উচ্চবিত্তদের জন্য নতুন ফ্লাট নির্মাণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার এই গুজবে।

স্বাভাবিকভাবেই গুজবে ফায়দা আম আদমি পার্টি ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। নরেন্দ্র মোদিকে বারবার ঘোষনা করতে হচ্ছে দলিতদের বস্তি তুলে দেওয়াটা আসলে গুজব, বিজেপি জানে দলিতদের মধ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা আছে আর সেই ভোট ব্যাংকে যাতে ফাটল না ঘটে তার জন্য ব্যাট করতে হচ্ছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে। আন্না হাজারের আন্দোলনের পর দিল্লির মধ্যবিত্ত ভোটব্যাঙ্ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে চলে আসে। এগারো বছরের দীর্ঘ শাসন ও দুর্নীতি সেই ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ঘটিয়েছে। আম আদমি পার্টি ও সময়ের সাথে সাথে নিম্নবিত্তদের মধ্যে তার জনমোহিনি নীতির মাধ্যমে ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে। লোকসভা নির্বাচনে যাই হোক না কেন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির থেকে ১৫ শতাংশ ভোটের ব্যবধান ছিল ২০২০ নির্বাচনে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার শাসনে মহিলাদের জন্য অনেকটা দিদি মমতা ব্যানার্জির মত প্রত্যেক মাসে নগদ সহায়তা সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রায় ৪৫ শতাংশ মহিলা ভোটকে সুসংহত করার লক্ষ্য নিয়েছেন এবারের নির্বাচনে। দিল্লির বাসে আগেই মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, বয়স্কদের চিকিৎসা এবং বিদ্যালয় গুলিকে সর্বোচ্চ মানের তৈরি করা কেজরিওয়ালের কৃতিত্ব গুলির মধ্যে অবশ্যই। যে কেজরিওয়াল "ওয়াগনার" নিয়ে শুরু করেছিলেন তার রাজনীতি, মাফলার ম্যান হিসেবে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে মসনদে বসেছিলেন দিল্লির। কিন্তু ৭০ কোটি টাকার সরকারি ফ্ল্যাট যাকে রাহুল গান্ধী কটাক্ষ করছে "শিশমহল" হিসেবে তা ব্র্যান্ড কেজরিওয়ালকে ধাক্কা দিয়েছে। এরপরে লিকার কাণ্ডে গোটা আপ শিবিরের জেল যাত্রা, এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একাংশের তিহার যাত্রা থেকে বাঁচতে বিজেপির শরণাপন্ন হওয়া আপের ভাবমূর্তিতে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে তৃতীয়বারের শাসনকালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি ও তার পরবর্তীকালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ধাক্কা খাওয়া আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কে অনেকটাই রাজনীতির কেরামতি বলে ধারণা দিয়েছে মানুষের চোখে। সেই অ্যাডভান্টেজ বজায় রাখার জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজের মুখ্যমন্ত্রী তো ছেড়ে দিয়েছেন কালকাজি থেকে নির্বাচিত অতিশী কে। ভারতের মতো রামের সিংহাসনকে পাশে রেখে মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহন করে ভাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পুনরায় দিল্লির মসনদে বসানোর স্বপ্নে বিভোর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। যমুনা দূষণের থেকেও তাই বড় প্রশ্ন হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় তিহার থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিগত ভাব মূর্তির ওজন অরবিন্দ কেজরিওয়াল সে কথা জানেন, তিনি জানেন আপের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্রোত। নিজে তাই সিংহাসন থেকে সরে গিয়ে সংগঠনের মন দিয়েছেন যাতে দিল্লির ভোটে পুনরায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দ্বিতীয় অবতারের প্রতিষ্ঠা সফল করতে পারেন। এগার বছর রাজত্ব করার পরেও মাফলার ম্যানের গ্রহণযোগ্যতা যে দিল্লির রাজনীতিতে অটুট তা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক জনমোহিনী স্কিম তিনি প্রবর্তন করেছেন দিল্লিতে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দিল্লিতে আপের হয়ে প্রচার করছে, ঠিক যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির নেতারা বিজেপির হয়ে প্রচার করছে দিল্লিতে। নতুন দিল্লি বিধানসভা আসনে এবারে তাই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত লড়াইও জব্বর। সাথে দিল্লি সত্তর টি আসনে লড়াই ও চিন্তায় রাখছে আপ শিবির কে। কংগ্রেস থেকে সমস্ত নেতাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে আরো ক্ষীণ করে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছিল আম আদমি পার্টি। কংগ্রেসের সাথে দিল্লিতে একতরফা ভাবে নির্বাচনী সমঝোতা ভেঙ্গে দিয়ে বিধানসভায় একক বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেজরিওয়াল। কিন্তু রাহুল গান্ধী ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সুযোগ আপকে দেয়নি, বরং উজ্জীবিত কংগ্রেস দিল্লিতে কতটা ভোট কাটতে পারে বা হয়ত বিধানসভায় খাতা খুলতে পারে এ শঙ্কায় আপ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দ্বিতীয় বার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে এই কংগ্রেস কাঁটা কতটা বিদ্ধ করবে আপকে। তার ওপরে নির্ভর করছে দিল্লিতে বিজেপির ভাগ্য। না হলে সুসংহত ভোট ব্যাংক, বুথ পর্যন্ত সুসংহত সংগঠন ও সমাজের সর্বস্তরের জন্য সামাজিক স্কিম গুলোর ফায়দা নিয়ে এবারেও এগিয়ে শুরু করেছে আপ। প্রচার শেষ, অপেক্ষার কয়েকদিনের, এটা দেখার যে, দিল্লি নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার নতুন রূপে তিহার যাত্রার পর মানুষের দরবারে নিজেকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কিনা। যদিও দিনের শেষে ঝাঁটা কিন্তু যমুনার তীরে বিরোধী কাঁটা দূর করতে সক্ষম বলেই রাজনৈতিক মহলের মত, সেক্ষেত্রে কেজরিওয়াল ২.০ লোডিং..!!

প্রথম নজর

বামনগোলা সমবায় সমিতি দখল তৃণমূলের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবারো তৃণমূলের জয়জয়কার এবার সমবায় সমিতির নির্বাচনের আগেই বিরোধী শূন্য হয়ে জয়জয়কার তৃণমূলের। বামনগোলা ব্লকের, মদনাবতী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির আজ মঙ্গলবার ছিল সমবায় সমিতির নমিনেশন করা নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নমিনেশন জমা পরে।এই নমিনেশনে নয়টি ভোট মেম্বার ছিল যেখানে দেখা গিয়েছে নয়টিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেয় সেখানে দেখা গিয়েছে, বিরোধী কোন দলের প্রার্থী না থাকায় তৃণমূলের নয় জন প্রার্থীকে জয়ী ঘোষনা করেন সমবায় সমিতির নির্বাচনের আশা আধিকারিকেরা।এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি রহিম বক্সি, বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার, এছাড়াও অমল কিস্কু সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতা কর্মী সমর্থকরা।জয়ী প্রার্থীদের মালা পরিয়ে এবং খেলে তৃণমূলে কর্মী সমর্থকরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে।

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রহিম বক্সী বলেন,আজ মঙ্গলবার বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির আজ ছিল নির্বাচনের নমিনেশন জমা দেওয়ার দিন।নমিনেশন এর আগে দেখা গিয়েছিল বিরোধীরা জানাচ্ছিল তারা ভোটে জিতবে আজ দেখা নেই, নমিনেশনে উপস্থিত নেই বিরোধীরা কেউ। বিরোধীশূন্য হিসেবে তৃণমূলের ৯ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছে তৃণমূল সরকার, তথা মমতা ব্যানার্জি সরকার মানুষের পাশে থাকেন মানুষের হয়ে কাজ করেন, তাই বিরোধী শূন্য হয়ে আজ নমিনেশনের দিন বিরোধীশূন্য হয়ে তৃণমূলের জয় হয়েছে।

গোপীনাথপুর মিলন উৎসব-এর শুভ উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: প্রথমবারের মতো আয়োজিত হল "মোগলমারী বড় গোপীনাথপুর মিলন উৎসব ২০২৫"- সোমবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উৎসবটি চলবে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

উৎসবের সূচনা হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে, যা খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈয়ড় অঞ্চলের বড় গোপীনাথপুর গ্রাম থেকে শুরু হয়ে রায়না ১ ব্লকের মোগলমারী বাজার ও মোগলমারী গ্রাম পরিক্রমা করে মেলা প্রাঙ্গণে শেষ হয়। উদ্বোধনী পর্বে ফিতা কেটে মঞ্চের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জাতীয় শিক্ষক গাছ মাষ্টার অরূপ কুমার চৌধুরী। এরপর অতিথি বরণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের সূচনা করা হয়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে মেলা প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়, পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে ফুল ও ফলের চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন–সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুরঞ্জয় সরকার, কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাজাহান মন্ডল, রায়না ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সেখ আনোয়ার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর সাঁই, দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক সফিকুল ইসলাম, সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রহিম মন্ডল, সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য চৌধুরী রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

বক্তারা আয়োজক কমিটির প্রশংসা করে বলেন, এই উৎসব শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধার নয়, বরং মানবিক ও সামাজিক বন্ধনের প্রতীক। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই মিলন উৎসব আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা।

উৎসবের আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন নানা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে থাকবে বিভিন্ন স্টল, যেখানে স্থানীয় হস্তশিল্প ও খাদ্য সামগ্রী প্রদর্শিত হবে।

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে "মোগলমারী বড় গোপীনাথপুর মিলন উৎসব ২০২৫"।

পুলিশ সংগঠনের পত্রিকা প্রকাশ

আপনজন: গত সোমবারসরস্বতী পুজোর দিন আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বিভাগীয় স্টলে প্রকাশিত হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ (ভবানী ভবন) অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি পত্রিকা -"শ্রদ্ধাঞ্জলি, যা কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত। এই ফাউন্ডেশনটি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ অফিসারদের দ্বারাই পরিচালিত একটি সংগঠন। ছবি: জয়দেব বেরা

বিরোধীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় ইটিন্ডা কৃষি সমবায়ে জয় তৃণমূলের

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: বিশাল জয় তৃণমূল কংগ্রেসের, ছাব্বিশে ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস আরো শক্তিশালী হচ্ছে, বিরোধীরা ধুয়ে মুছে ছাপ হয়ে গেল, কেউ দিতে পারল না নমিনেশন। যার ফলে ০-৭৫ আসনের ব্যাপক জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই ঘটনা ঘটলো মঙ্গলবার ইটিন্ডা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইটিন্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে আজ ছিল নমিনেশনের শেষ দিন দুপুর দুটো পর্যন্ত। কিন্তু কোন বিরোধী প্রার্থী তারা ইটিন্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নমিনেশন জমা দেননি। তাই এককভাবে জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ের পরে জয় প্রার্থীদের ফুলের মালা দেওয়া হয় গলায়, তারপর একে অপরের মিষ্টি বিতরণ। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম দফাদার এবং বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শারিফুল ইসলাম মন্ডল। দুজনের উপস্থিতিতে এই বিশাল জয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিন জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিশাল মিছিল হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন শারিফুল ইসলাম মন্ডল। এদিন বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পূর্ত কর্মদক্ষ শফিকুল ইসলাম দফাদার বলেন, ইটিন্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট ছিল আজ। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কেউ এখানে নমিনেশন দেয়নি। তাই আমরা এবারও ব্যাপকভাবে জয়লাভ করি। কারণ ইটিন্ডায় বিরোধী বলে কিছুই নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয়। মৎস কর্মধ্যক্ষ এদিন শারিফুল ইসলাম মন্ডল বলেন, ২০২৬-এ নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের এই জয় আলাদাভাবে অক্সিজেন দিয়েছে কর্মীদের। আমরা মানুষের পাশে থাকি সবসময়। সুবিধা অসুবিধায় তাদের পাশে দাঁড়ায়। তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ ভোলেনি। তার এই প্রমাণ। এদিন বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি বলেন, শুধু আজ নয় এর আগে নিন্দারিয়া কোদালিয়াতে নির্বাচন হয়েছে সেখানেও জয়লাভ করেছে তৃণমূল। গোটরাতেও জয়লাভ করেছে। পাশাপাশি সংগ্রামপুর সমবায় সমিতিতেও জয়লাভ করেছে তৃণমূল। আজ শারিফুল এবং শফিকুলের নেতৃত্বে যে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেল আমার খুব ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে মা মাটি মানুষের জয়, তৃণমূল কংগ্রেসের জয়। বিরোধীরা কোন প্রার্থী দিতে পারেনি।

শিক্ষকের অভাবে বন্ধের মুখে স্কুল, একসঙ্গে করতে হচ্ছে দুটি করে ক্লাস

নকিব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: স্কুল ঘর আছে ছাত্রছাত্রী আছে শিক্ষকের অভাবে বন্ধের মুখে সুন্দরবনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার এমনটাই ছবি দেখা গেল।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ পুকুর এলাকায়।

সুন্দরবন আদিবাসী এলাকায় এম এস কে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা কেন্দ্র ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ শিক্ষক নিয়ে, রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশনের তত্ত্বাবধানে ব্লক অফিসের উদ্যোগে চলে স্কুলটি । মূলত সংখ্যালঘু এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এই স্কুল তৈরি হয় এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য। প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় ছিল ২ শতর উপরে। ধীরে ধীরে পড়াশোনার মান উন্নতি করে বহু ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুল থেকে পাস করে শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ার বা ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু সেই স্কুলের শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার মুখে। এটা ভাবতে অবাক লাগছে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের।

বর্তমানে স্কুল প্রায় ১৮০ জন ছাত্রছাত্রীর একজন শিক্ষক নিয়ে কোনরকম চলছে। অবশ্যয় খাতা কলমে দুজন শিক্ষক থাকলেও, আগামী এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করবেন সহকারী শিক্ষক পঞ্চু রাম মন্ডল। এলাকার যারা তফসিলি জাতীর উপজাতি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কোথায় পড়তে যাবে? প্রশ্ন অভিভাবকদের ।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের অভিভাবকরা স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষা না থাকলে আবারও অন্ধকারের দিকে চলে যাবে এই সমাজ অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোর জন্য স্কুলের জন্য জায়গা দিয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এই স্কুল হতেই আদিবাসী সমাজের মধ্যে শিক্ষার মান উন্নত হয়, তাদের সম্প্রদায়ের মেয়েরা আজ স্নাতক হতে পেরেছে। অগামি দিনে শিক্ষকের অভাবে পাঁচপুকুর জ্যোতিষ চন্দ্র আদিবাসী মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে আদিবাসী সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষের শিক্ষার হার কমে যাবে এমন অভিযোগ তোলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌরেন্দ্রনাথ হালদার জানান এই স্কুলটি ২০০২ সাল থেকে চলছে, পরপর শিক্ষক অবসর হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কোন নিয়োগ হচ্ছে না, তার ফলে বর্তমানে আমি আছি আমার সাথে একজন সহকর্মী শিক্ষক আছে কিন্তু তিনি আগামীদিনে অবসর হয়ে যাবেন, তার ফলে আমি একই ক্লাসরুমে দুটি করে ক্লাস করাচ্ছি দক্ষিণ দিকে মুখ করে এবং উত্তর দিকে মুখ করে। আরো কিছু শিক্ষক নিয়োগ হলে আমাদের স্কুলটি সুন্দরভাবে চালানো যাবে।

অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ একটি শিক্ষক থাকার কারণে পড়াশোনার গুন ভালো হচ্ছে না,তাই স্থানীয়দের দাবি স্থানীয়দের দাবি স্কুলে আরো শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

যদি না এই শিক্ষক নিয়োগ হয় তাহলে আগামী দিনে এই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাবে আবারও অশিক্ষার অন্ধকারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহ অন্যান্য মানুষরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে।

শিশু সারমেয় উদ্ধার হল ডানকুনিতে

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ডানকুনি থানার সাউথ স্টেশন পল্লির একটি বাড়িতে একটি মাস চারেক বয়সের শিশু সারমেয়কে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। সমাজ মাধ্যমে পশুপ্রেমীদের একটি গ্রুপে ঘটনার কথা জানতে পেরে আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সক্রিয় হন। এলাকায় আশ্রয়ের প্রতিনিধিরা যান। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা মুখার্জি, সন্ধ্যা দে, সুবীর রায়, অভিজিৎ মুখার্জিরা আশ্রয়ের প্রতিনিধিদের জানান, প্রতিদিন নিয়ম করে দুবেলা লাঠি দিয়ে শিশুটিকে পেটানো হয়। আশ্রয়ের পক্ষ থেকে ডানকুনি থানায় যোগাযোগ করা হয়। শিশু সারমেয়টিকে উদ্ধার করে মাবুদ আলি শিশু সারমেয়টিকে নিয়ে যান পশু হাসপাতালে।

টিবি রোগীদের পাশে চাপড়া পুলিশ প্রশাসন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া সীমান্তবর্তী চাপড়া ব্লকের টিবি আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ালো চাপড়া পুলিশ প্রশাসন। সূত্র মারফত জানা যায়, চাপড়া ব্লকের মোট ১১২ জন টিভি আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য মুখার্জী। মঙ্গলবার চাপড়া টিবি আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের হাতে কিছু খাবার তুলে দেন এবং আগামী দিন তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি জানান চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে টিবি আক্রান্ত রোগীরা তাদের পরিবারকে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তুলুক।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল,চাপড়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সমীর রঞ্জন মান্না সহ নদীয়া জেলার সিএমএইচ সহ অন্যান্যরা।

নাগরদোলা থেকে পড়ে নিহত ছাত্রী

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: নাগরদোলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। নিহত ওই ছাত্রীর নাম সায়ন্তনী মন্ডল(১৭)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকূলীয় থানার কুমিরমারী গ্রামে। ওই ছাত্রী কুমিরমারী হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীতে পড়তো বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর কুমিরমারী গ্রামে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাগরদোলার ও ব্যবস্থা ছিল। সেই নাগরদোলা তে চড়ে বসে সায়ন্তনী মন্ডল সহ তার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবীরা। নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ে ওই ছাত্রী। ঘাড়ে মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমিরমারী থেকে স্পিড বোটে করে নিয়ে আসা হয় ধামাখালি।

স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় বিক্ষোভ প্রধান শিক্ষককে ঘিরে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজো না হওয়ায় হেডমাস্টারকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরই পাঠালেন না অভিভাবকরা, হেডমাস্টার কে না পরিবর্তন করলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী না পাঠানোর হুঁশিয়ারি অভিভাবকদের ।

বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের যমুনা বাঁধ কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে রয়েছে ৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী দুজন শিক্ষক। গতকাল সরস্বতী পুজো থাকলেও এই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো পালন করা হয়নি। আর তাতেই ক্ষুব্ধ অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুলের মিড ডে মিলে রাধুনী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ যখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসে তখনই প্রধান শিক্ষককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সকলেই। এমনকি প্রধান শিক্ষকের বাইকের চাবি কেড়ে নেওয়ার উদ্যত হয় বিক্ষোভকারীরা। তাদের দাবি এই প্রধান শিক্ষককে স্কুলে চাইনা। এই প্রধান শিক্ষক স্কুলে থাকলে কোন ছাত্র-ছাত্রী পাঠাবেন না অভিভাবকরা। তাই আজ সকাল থেকেই কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে নেই। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এর আগেও ২৬ শে জানুয়ারি দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়নি স্কুলে। ভালোভাবে পঠন পাঠানো করা হয় নাই স্কুলে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এর আগে চাল চুরির মত ঘটনাও ঘটেছে এই স্কুলে। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক যতক্ষণ না স্কুল থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে না পাঠানোর হুঁশিয়ারি অভিভাবকদের।

প্রধান শিক্ষকের দাবি সরস্বতী পুজো করার জন্য কোনরকম সরকারি গাইডলাইন নেই তার কাছে। পুজো করানোর জন্য কোন ফান্ড তার কাছে নেই তাই সে পুজো করাইনি।

স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শুরু হল পাঁচদিনের বিশেষ স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ শিবির। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বংশীহারী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সভাকক্ষে আয়োজিত এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি সিএমওএইচ (৩) দিলীপ কুমার বিশ্বাস, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিপিএইচএনও চৈতালি বিশ্বাস, স্বাস্থ্যকর্মী দুলালী শাহা ও শেফালী চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শারীরিক মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ রাখতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত ৩০ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বয়স উপযোগী তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করতে এবং তাদের জীবনে নানা সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করা যায় সে বিষয়েই এই পাঁচ দিন ধরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন প্রশিক্ষকেরা।

বেলতলা হাই মাদ্রাসার শতবর্ষ উদযাপনে মন্ত্রী, বিধায়কসহ বিশিষ্টজনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার চাপড়ায় বেলতলা হাই মাদ্রাসার (উচ্চ মাধ্যমিক) শতবর্ষ উদযাপন হল। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এছাড়া শনিবার বিরাট ইসলামিক জালসার মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। জালসায় প্রায় ১৩ হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই তিন দিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। এছাড়া ছিলেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, চাপড়ার বিধায়ক জনাব রুকবানুর রহমান, ডেবরার বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী আইপিএস ডঃ হুমায়ন কবির, আলিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহেদি হাসান, অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেম এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক মোঃ নিজামুদ্দীন বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. আবুল হোসেন বিশ্বাস সহ মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক নূরুদ্দিন বিশ্বাস, মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সভাপতি হিয়াত আলি শেখ, সদস্য আসন আলি বিশ্বাস ও আব্দুল মালেক মণ্ডল সহ মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ নিরাপত্তায় এগিয়ে এল খুদে ছাত্রীরা

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরও দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে, তাই বারবার পুলিশের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে । নদীয়ায় তেহট্টে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার পরই থানাপাড়া থানার উদ্যোগে মানুষকে সচেতন করতে মঙ্গলবার নদীয়ার থানাপাড়া থানার উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন থানারপাড়া থানার উদ্যোগে নতিডাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচি করা হয়, এই র‍্যালীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রাস্তা পারাপার, প্রতিনিয়ত হেলমেট পরা সহ ট্রাফিক আইন নিয়ে সচেতন করা হয় এবং পথ চলতি হেলমেট পরা বাইক আরোহীদের গোলাপ সহ মিষ্টি মুখ করানো হয় ।এদিনের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিআই করিমপুর সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, থানারপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারী এমডি ইলিয়াস সহ থানারপাড়া থানার পুলিশ কর্মীরা ।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রক্তদান শিবির

আজিম শেখ ● পাড়ুই

আপনজন: সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রক্তদান শিবির ।আজ সরস্বতী পুজো উপলক্ষে পাড়ুই কালীমাতা সংঘের পরিচালনায় এবং বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন ও মেটেকোনা রেড ক্রস এর সহযোগিতায় একটা স্বেচ্ছায় রক্তদানে শিবির অনুষ্ঠিত হলো ,শিবির শুরু হয় বীরভূমের রক্ত আন্দোলনের কর্মী দুইদিন আগে অকাল প্রয়াণ আব্দুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে ,সাথে শহীদ জওয়ান দের সম্মাননা জানানো হয় । আজ শিবিরে মহিলা প্রথমার রক্তদাতা মিলে সর্বমোট ৩৪ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন । পাড়ুই কালীমাতা সংঘের সম্পাদক অতনু ঘোস মহাশয় জানান যে তিনারা এই উদ্যোগ প্রতিবছর করতে চান এবং প্রতিবছর সরস্বতী পূজার মাধ্যমে সমাজকে বিশেষ বার্তা দিতে চান । পাড়ুই কালীমাতা সংঘ টিম রেড ক্রস কে শিবিরের সহযোগিতার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং জসিম খান জানিয়েছেন যে আমাদের কাজ হচ্ছে সমস্ত ক্লাব সোসাইটি কে ছোট ছোট রক্তদান শিবির করতে এগিয়ে নিয়ে আসা ,এবং রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন ।রক্ত সংগ্রহ করেছেন বোলপুর ব্লাড সেন্টার ।

ইভটিজিং নিয়ে গ্রেফতার ২

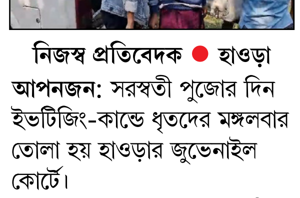

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সরস্বতী পুজোর দিন ইভটিজিং-কান্ডে ধৃতদের মঙ্গলবার তোলা হয় হাওড়ার জুভেনাইল কোর্টে।

সোমবার রামরাজাতলায় একটি গার্লস স্কুলের সামনে ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করায় এক ছাত্রীর বাবাকে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করে রক্তাক্ত করার অভিযোগে ধৃত দুই নাবালককে মঙ্গলবার শারীরিক পরীক্ষার পর বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জুভেনাইল কোর্টে।

রোনালদোর 'মিথ্যা' ধরা পড়ল ফুটবল বিশেষজ্ঞের চোখে

আপনজন ডেস্ক: স্প্যানিশ টিভি শো 'এল চিরিনগুইতো'য় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দাবি, 'আমি সর্বকালের সেরা কমপ্লিট খেলোয়াড়। ক্রিস্টিয়ানো পরিপূর্ণ নন বলাটা হবে মিথ্যার নামান্তর। আপনি পেলে, মেসি, ম্যারাডোনাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন।'
ড্যারেন স্ট্যানটনকে না–ও চিনতে পারেন। ইংল্যান্ডের এই ভদ্রলোক 'হিউম্যান লাই ডিটেক্টর' ও শরীরী ভাষার বিশেষজ্ঞ। পর্তুগিজ কিংবদন্তির সাক্ষাৎকারটি তিনি দেখেছেন। দেখার পর স্ট্যানটনের দাবি, রোনালদো নিজেকে সর্বকালের সেরা হিসেবে দাবি করার সময় তাঁর শরীরী ভাষায় সেটির প্রকাশ ছিল না। অর্থাৎ রোনালদো নিজ মুখে কথাটা বললেও তিনি নিজেই তা বিশ্বাস করেন না বলে দাবি করেন স্ট্যানটন। সহজ কথায়, রোনালদো মুখে যা বলেছেন, তাঁর শরীরী ভাষা সেটি মিথ্যা দাবি করেছে। স্পোর্টস বেটিং কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম ওলবিজিতে এ দাবি করেন স্ট্যানটন।
সর্বকালের সেরা নিয়ে বিতর্কটা আজকের নয়। এক দশকের বেশি সময় ধরে সেরার প্রশ্নে উত্তরটা অনেকের কাছেই লিওনেল মেসি ও রোনালদোয় এসে ঠেকেছে। মেসি ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর অনেকেই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে রাখেন। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৯২৩ গোল করা রোনালদো এর আগেও নিজেকে সেরা হিসেবে দাবি করেছেন। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে দাবিটি আবারও তুলেছেন আল নাসর তারকা।
সবচেয়ে 'কমপ্লিট' খেলোয়াড়ের প্রশ্নে রোনালদো নিজেকে মেসি, পেলে ও ম্যারাডোনার চেয়ে এগিয়ে রেখে জুতার ফিতা বেঁধেছেন। ওই মুহূর্ত নিয়ে স্ট্যানটন বলেছেন, 'সে যা বলেছে, তার সঙ্গে শরীরী ভাষা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার মনে হয় না যে সে বিশ্বাস করে সে-ই সর্বকালের সেরা। আমার মতে, সে সামনে যা বলছে, ভেতরে তা নয়।'
স্ট্যানটনের ব্যাখ্যা, '(রোনালদোর) চোখের পলক ফেলা বেড়েছে, যেটা উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কাঁধ ঝাঁকানো কিংবা মেকি হাসি। নিজের আবেগ লুকোনোয় সে খুব একটা দক্ষ নয়। মুখে সে যা–ই বলার চেষ্টা করুক না কেন, আবেগটা বেরিয়ে আসেই। ব্যক্তিত্বের কিছু বিষয়ে অনিরাপদ বোধ করার জন্য এমন হতে পারে।' সাক্ষাৎকারে নিজেকে নিয়ে রোনালদো আরও বলেছেন, 'আমি এতটাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে কখনো কখনো নিজের অর্জন ভুলে যাই। কারণ, প্রতিবছর আরও ভালো করার প্রেরণা পাই এতে। আমার মতে, অন্যদের সঙ্গে এখানেই আমার পার্থক্য। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ১০ বছর আগেই ফুটবল ছেড়ে যেত। আমি আলাদা। এ নিয়ে তর্কের সুযোগ নেই।' নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তাঁর আরও একটি যুক্তি, 'ইতিহাসের সেরা গোল স্কোরার কে? এটা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। মাথা, বাঁ পা, পেনাল্টি ও ফ্রি–কিকে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে কে? সেদিন দেখছিলাম, আমি বাঁ পায়ের ফুটবলার না হয়েও ইতিহাসে বাঁ পায়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে শীর্ষ দশে আছি। মাথা, ডান পা এবং পেনাল্টিতেও, সবকিছুতে।' রোনালদোর সাক্ষাৎকার নিয়ে স্ট্যানটন তাঁর ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন, রোনালদো সত্যিই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

কোহলির হাতে আছে ৭৬ ইনিংস, সামনের ৩ ইনিংসে কি পারবেন

আপনজন ডেস্ক: তিন ইনিংস, বিরাট কোহলির প্রয়োজন ৯৪ রান। একটু ভুল বলা হলো, আসলে ৯৪ রান করার জন্য কোহলির হাতে আছে আরও ৭৬টি ইনিংস! ভাবছেন, তিন ম্যাচ, ৭৬ ইনিংস, ৯৪ রান–এ আবার কেমন কথা! তাহলে ব্যাপারটা খোলাসাই করা যাক। শচীন টেন্ডুলকারের ১৯ বছরের পুরোনো একটি রেকর্ড ভাঙার হাতছানি কোহলির সামনে। সেই রেকর্ড ভাঙতে কোহলির প্রয়োজন আর ৯৪ রান। তবে এই রান করলেই শুধু হবে না, রানটা করতে হবে আর 'মাত্র' ৭৬টি ওয়ানডে ইনিংসে! ২৯৫ ওয়ানডে খেলে ১৮৩ ইনিংস ব্যাটিং করে কোহলির রান এখন ১৩৯০৬। ১৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছাতে তাঁর প্রয়োজন আর মাত্র ৯৪ রান। বিশ্বের তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ৩৬ বছর বয়সী কোহলি এই মাইলফলকে পৌঁছাবেন। তাঁর আগে আর কারও এই মাইলফলকে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আপাতত নেই বললেই চলে। বর্তমানে খেলছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে কোহলির পরে যিনি আছেন, সেই রোহিত শর্মার রান ১০৮৬৬। কোহলির আগে ১৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছেছেন ভারতের কিংবদন্তি টেন্ডুলকার ও শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। কোহলি যদি ৫৪ ম্যাচের মধ্যে ৯৪ রান করতে পারেন, তাহলে এক দিক থেকে দুজনকেই ছাড়িয়ে যাবেন। তিনি হয়ে যাবেন ১৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছানো দ্রুততম ব্যাটসম্যান। টেন্ডুলকার ১৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছাতে খেলেছেন ৩৫০ ইনিংস, সাঙ্গাকারা ৩৭৮টি। কোহলি আগামী পরশু শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৯৪ রান তুলতে পারবেন? তাহলে যে ২৮৬ ইনিংসে ১৪০০০ রান তুলে ভেঙে ফেলবেন টেন্ডুলকারের ১৯ বছর বয়সী রেকর্ডটি।
এই সিরিজে না হলেই–বা ক্ষতি কী, কোহলির হাতে তো রেকর্ড গড়ার জন্য এরপরও অনেক ইনিংস থাকবে–৭৩টি!

ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়ে রিটুইট করে চাকরি হারানো ক্রিকেট সাংবাদিকের পাশে উসমান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলা ও গণহত্যা নিয়ে একটি পোস্ট রিটুইট করে ধারাভাষ্যকারের চাকরি হারিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সাংবাদিক পিটার লালর। অস্ট্রেলিয়ার শ্রীলঙ্কা সফরে এসইএন রেডিওতে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন দ্য অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকার সাবেক এই প্রধান ক্রিকেট সাংবাদিক।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসরায়েলের গাজা আক্রমণ নিয়ে একটি পোস্ট রিটুইট করার পর লালরকে এসইএন কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় তিনি আর তাদের ধারাভাষ্য দলের অংশ নন।
লালরের টুইটে অ্যান্টি সেমেটিজম বা ইহুদি–বিদ্বেষ ছড়াবে, মূল অভিযোগ ছিল এটিই।
এসইএন লালরকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান উসমান খাজা।
ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে সব সময়ই সোচ্চার অস্ট্রেলীয় ওপেনার বলেছেন লালরের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খাজা ইনস্টাগ্রামে লালরের পক্ষ নিয়ে লিখেছেন, 'গাজার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানেই ইহুদি-বিদ্বেষ নয়। এটি অস্ট্রেলিয়ায় আমরা ইহুদি ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণও নয়। এটা তো শুধু ইসরায়েলি সরকার ও তাদের ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের বিষয় এটি। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো ইহুদি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা সব সময়ই চলে আসছে।' লালর জানিয়েছেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার কী কারণ দেখিয়েছে এসইএন কর্তৃপক্ষ, 'আমাকে বলা হয়েছে আমার রিটুইটটা একপাক্ষিক ছিল। আর সেটা নাকি একপক্ষের জন্য স্পর্শকাতর বিষয়। সেই পক্ষই আমার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ করেছে।'
এসইএনের প্রধান ক্রেইগ হাচিনসন সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে লালরকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমরা পিটকে সাংবাদিক ও খেলাটায় অবদান রাখায় শ্রদ্ধা করি। তবে আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে কিছু পরিবার এখন ভয়ের মধ্যে আছে।'

অভিষেকের মধ্যে শেহবাগ ও রিচার্ডসের ছায়া দেখছেন হরভজন

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার এখন ২০ ম্যাচেরও হয়নি অভিষেক শর্মার। কিন্তু ১৭ ম্যাচের ছোট্ট টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে জানান দিয়েছেন আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ক্রিকেটকে শাসন করতে চান তিনি। দুটি বিধ্বংসী সেঞ্চুরি তেমনি ইঙ্গিত দিয়েছে।
ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ সেঞ্চুরিতে অনেক রেকর্ডও গড়েছেন অভিষেক।
পেশির প্রদর্শনী দেখিয়ে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৫ রানের ইনিংস খেলেছেন বাঁহাতি ব্যাটার। সঙ্গে এক ইনিংসে দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ১৩ ছক্কাও হাঁকিয়েছেন। ১৭ বলে ফিফটি ও ৩৭ বলে সেঞ্চুরি করে উভয় কীর্তিতে ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটার ২৪ বছর বয়সী ব্যাটার। অভিষেকের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে বিমোহিত হরভজন সিং। উত্তরসূরির এমন ব্যাটিং টেস্টেও দেখতে চান সাবেক ভারতীয় স্পিনার। টেস্টে বীরেন্দর শেহবাগ-ভিভ রিচার্ডসের মতোই বিধ্বংসী হবেন বলে জানান নিজের ইউটিউব চ্যানেলে।
অভিষেককে নিয়ে হরভজন বলেছেন, 'নিজের দিনে, ম্যাচকে শেষ করে দিতে পারে সে। এই কাজটা করছে ট্রাভিস হেড। এটাতে অভ্যস্ত ছিল ভিরেন্দার শেহবাগ, ভিভ রিচার্ডস। এই ধরনের খেলোয়াড়রাই খেলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
আজ অথবা কাল টেস্ট ক্রিকেটে তার সুযোগ আসবে। টেস্ট সব সময় শেহবাগের মতো একজন ব্যাটারের প্রয়োজন হয়, যে ক্রিজে আসবে, ধ্বংসাত্মক ব্যাটিং করবে এবং ম্যাচকে হাতের মুঠোয় পুড়বে। আভিষেক এমনটা হতে পারে।

১ ঘণ্টায় শেষ ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট

আপনজন ডেস্ক: এটাই তো অনুমিত ছিল! ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বলে কথা। দুবাই স্টেডিয়ামের ২৫ হাজার টিকিট বিক্রি হতে আর কত সময়ই–বা লাগবে। বেশি সময় লাগলও না।
সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, মাত্র এক ঘণ্টায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। শুধু ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নয়, টিকিট ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে দুবাইয়ে বাংলাদেশ–ভারতসহ চার ম্যাচের সব টিকিট। সর্বশেষ কয়েকটি আইসিসি টুর্নামেন্টেই মুহূর্তের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে যাওয়া পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুটি দেশের মাঠের লড়াই নিয়ে সব সময়ই আকাশচুম্বী আগ্রহ ছিল। এখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকায় আইসিসির ইভেন্ট ছাড়া ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখা যায় না। যেহেতু দুই দল ক্রিকেটীয় লড়াইয়ে খুব কম মুখোমুখি হয়, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আবেদন হয়তো তাই আরও বেড়েছে।
গতকাল দুবাইয়ের স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় অনলাইনে ও বুথে টিকিট বিক্রি শুরু হয়। এরপরই টিকিটের চাহিদা অবাক করেছে সমর্থকদের। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা আইএনএসে এক সমর্থক বলেছেন এভাবে, 'লাইন যে লম্বা হবে, সেটা আমিও বুঝেছি। কিন্তু যে গতিতে টিকিট শেষ হয়ে গেল, সেটা অবাক করার মতো। যখনই লাইনে নিজের জায়গাটা পাকাপোক্ত করলাম, তখন দেখি মাত্র দুই ধরনের টিকিট বাকি আছে, যা আমার বাজেটের বাইরে।' টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, অনলাইনেও টিকিটের একই দশা। অনলাইনে এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করেও কোনো ধরনের টিকিট পাচ্ছেন না সমর্থকেরা। আইসিসির ওয়েবসাইটেও দেখা যাচ্ছে ভারত–পাকিস্তান, ভারত–বাংলাদেশ ও ভারত–নিউজিল্যান্ড ম্যাচের টিকিট শেষ। ভারত পাকিস্তানের ম্যাচটি ২৩ ফেব্রুয়ারি।এ ছাড়া দুবাইয়ে হতে যাওয়া সেমিফাইনালেরও টিকিট শেষ। দুবাইয়ে ম্যাচ হবে সব মিলিয়ে চারটি।

আল তৌহিদ গার্লস মিশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনমণ্ডলের হাট এলাকায় আল তৌহিদ গার্লস মিশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হর ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও প্যারেড প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘটে। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিরা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন মিশনের সুপারভাইজর জনাব সেখ মারুফ আজম স্যার (গোরাই স্যার), যিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্যের বার্তা দেন। তিনি বলেন, "মেয়েদের উচিত ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করা, আগে ভালোভাবে পড়াশোনা করা," ও অভিভাবিকা দের কে সম্বোধন করে উপদেশ দেন যাতে তারা মেয়েদের ছোট বয়সে বিয়ে দেয়ার চিন্তা না করে, তাদের পড়াশোনা কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন আলিয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক জনাব সাইন শেখ, মানবতা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব জুলফিকার আলী পিয়াদা, আল-আমীন মিশনের সিনিয়র সেকশনের টিচার ইনচার্জ জনাব বাপিরুল হোসেন খান, মানিপুর বাঁশতলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার সাহা, জয়নগর-১-এর কর্মাধ্যক্ষ আবদুল শুকুর, এবং জনাব আবু বকর স্যার।
অতিথিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের মানবিকতা, নীতিবোধ ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা দেন। জনাব বাপিরুল হোসেন খান বলেন, "শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ী হতে হবে, নিয়ম মেনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।" প্রবীর কুমার সাহা মহাশয় বলেন, "আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য আমি সবসময় সহযোগিতা করব। অভিভাবকদের বলছি, টিসি নেবেন না, আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন।"
সাংস্কৃতিক পর্বে শিক্ষার্থীরা কারাতে, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও নাটকে অংশগ্রহণ করে। এরপর শ্রেণিভিত্তিক পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দুপুরে উপস্থিত সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হয়।
সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মিশনের সভাপতি ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক জনাব আমির হোসেন লস্কর।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি আপনজন: জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের জেলা স্তরের ৪১ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভ আরম্ভ হলো রাজাডাঙ্গা পি,এম হাই স্কুল মাঠে। গতকাল মশাল দৌড় জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদ থেকে মাল সাউথ সার্কেল অফিসে এসে পৌঁছানোর পর আজকে সেই মশাল বেলা বারোটার দিকে খেলার মাঠে নিয়ে আসা হয়। গত ২৬শে জানুয়ারি প্রয়াত শিক্ষক সফিউল হক প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলার ৪১তম জেলা বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন , রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ির বিধায়ক পি,কে বার্মা জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান লক্ষ্য মোহন রায়, ডি, আই,শ্যামল চন্দ্র রায়, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, সহ-সভাপতি মেহেবুব আলম, রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রায় প্রমূখ। ইতিমধ্যে রাজাডাঙ্গা পেন্দা মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে জেলার ১৯ টি সার্কেল থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীরা উপস্থিত হয়েছে। এবং প্রতিটি সার্কেলের থেকে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। রাজগঞ্জ প্যারেড প্রথম স্থান দখল করে। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা রাজাডাঙ্গা পেন্দা মোহাম্মদ হাইস্কুলে রাত্রি যাপন করার পরে আগামীকাল তিনটি বিভাগে জিমন্যাস্টিক, যোগাসন এবং ট্রাক এন ফিল্ড বিভাগে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানালেন, জলপাইগুড়ি জেলার ৪১ তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া শুভ আরম্ভ অনুষ্ঠান মহাসমার শুভ উদ্বোধন হলো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য কামনা করলেন আয়োজক কমিটির সকলকে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার আহ্বান জানালেন। জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল চন্দ্র রায় বললেন, আগামীকাল সকাল থেকে ১৯ টি সার্কেলের ৬০০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী খেলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী সময়ে জয়ীরা রাজ্যস্তরে মেদিনীপুরে খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। জেলার ৪১ তম প্রাথমিক , নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ খেলায় তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ও সকলের সহযোগিতায় খেলাটি সুস্থভাবে পরিচালনার সহযোগিতার আবেদন করলেন। । জেলা স্তরে খেলা রাজাডাঙ্গা পি এম হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এলাকায় ছাত্রছাত্রী থেকে সকল স্তরে মানুষের আনন্দের আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়।

কোটি টাকার হেলিকপ্টারে করে নেইমার অনুশীলনে গেলেন

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলে ফেরার উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে। সময় এখন অনুশীলন করে মাঠে ফেরার। সেই লক্ষ্যে গতকাল প্রথমবারের মতো সান্তোসের অনুশীলনে গিয়েছিলেন নেইমার। তবে খবর এটা নয়। অনুশীলনে তো তিনি যাবেনই। কীভাবে গিয়েছিলেন, সেটা হলো আলোচনার বিষয়। এমনিতে মনে হতে পারে, হয়তো বিলাসবহুল কোনো গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। না, সেটাও নয়। নিজ হেলিকপ্টারে করে সান্তোসের অনুশীলন গ্রাউন্ড সিটি রেই পেলেতে গিয়েছিলেন ৩২ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরেছেন নেইমার। চুক্তি করেছেন ছয় মাসের জন্য। রিও ডি জেনিরোর মানগারাতিবায় নিজের বাসায় অবস্থান করছেন নেইমার। সেখানে ছুটির দিন কাটিয়ে জিমে ঘাম ঝরিয়ে তারপর অনুশীলনে যেতে হেলিকপ্টার নিয়ে বের হন। ২০১৯ সালে কেনা এই হেলিকপ্টারের দাম ব্রাজিলিয়ান মুদ্রায় ৫ কোটি রিয়াল। নেইমারের নিজ প্রতিষ্ঠানের নাম নেইমার স্পোর্ট ই মার্কেটিং লিমিটেড। ২০১৯ সালের মে মাসে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে পিপি–এনজেডআর নিবন্ধনে হেলিকপ্টারটি কেনা হয়। হেলিপ্টারের মডেল এয়ারবাস বিকে ১১৮ ডি–২। রাতে ও খারাপ আবহাওয়াতেও চলাচল করা যায় এই হেলিকপ্টারে, যা পাইলটসহ মোট ১০ জন যাত্রী বহনে সক্ষম।

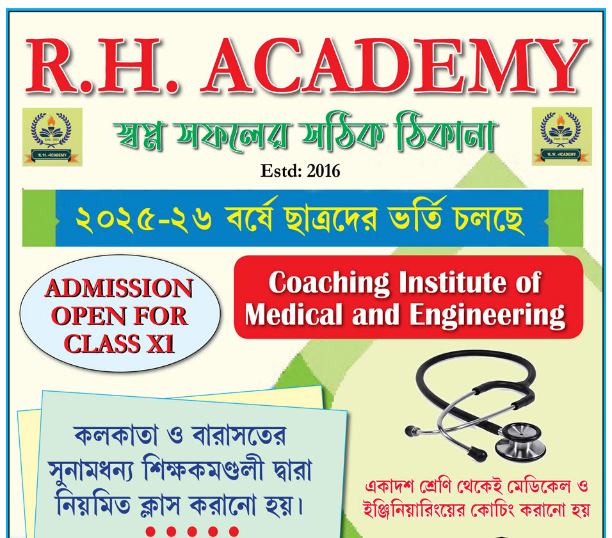

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**